সরল মনে—সর্ব্বান্তঃকরণে ইংলণ্ডের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি;—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে বাকদত্ত হইয়াছি;—সকলই প্রস্তুত;—এখন কেমন করিয়া আমি সে কথার অন্যথাচরণ করি? এত সাধে বাদ সাধিব আমি কিরূপে?—দেব, একবার উদার অন্তরে এ বিষয়ের বিচার করুন। যদি আপনি আমার এই অবস্থায় পড়িতেন, আপনি কি করিতেন,—আমায় সেই উপদেশ দিন।

প্যানডল্‌ফ। আমি, ও কোন কথা শুনিতে চাহি না। যুদ্ধ—যুদ্ধ—অধর্ম্মাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,—ইহাই আমার যুক্তি,—ইহাই আমার উপদেশ।

নিরুপায় ফ্রান্সরাজ তখন অগত্যা ইংলণ্ডরাজের হাত ছাড়িয়া দিলেন, সদুঃখে কহিলেন, "আমি অতি কঠিন দায়ে পড়িয়া ইহার মিত্রতা হারাইলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তরের মিত্রতা আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না।"

প্যান্‌ডল্‌ফ। উহা কথাই নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে সকলই বিস্মৃত হইবে। এখন যাও,—সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার উত্তেজিত করো। অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত করো।—ঈশ্বরের অমোঘ আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে পতিত হউক।

রাজপুত্র লুইসও পিতাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ব্লান্স বলিলেন, "হায়, এত ভালবাসার এই পরিণাম? কোথায় বিবাহের আনন্দোল্লাস, আর কোথায় যুদ্ধের ভীষণ কোলাহল! কোথায় আনন্দ-ভোজ, আর কোথায় শব-দেহের সৎকার! কোথায় বিবাহের মধুর বাদ্য-বাঁশী, আর কোথায় রণ-দামামার ভয়াবহ ধ্বনি!—প্রিয়তম! তোমার মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইল? আমি যে বড় আশা করিয়া তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি!—হায়, তাহার পরিণাম এই হইল? করে ধরিয়া মিনতি করি, তুমি এ নিষ্ঠুর সঙ্কল্প ত্যাগ করো।"

কনষ্টান্স। হে উন্নতমনা, ধর্ম্মপরায়ণ লুইস! আমিও তোমায় মিনতি করিতেছি, তুমি তোমার শুভসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিও না,—মায়াবিনীর মধুমাখা কথায় ভুলিও না।

ব্লান্স। দেখ, বিবাহ না হইলেও, ধর্ম্মতঃ আমি তোমার স্ত্রী।—স্ত্রীর মুখ চাহিয়া, এ অনর্থকর আত্মকলহে ক্ষান্ত হও।

লুইস। না ব্লান্স, আমি তোমার কথা রাখিতে পারিলাম না ;—দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য,—আমি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

এবার ফ্রান্সরাজও স্পষ্টবাক্যে ইংলণ্ডরাজকে বলিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলাম। এখন হইতে আপনি আমাকে পূর্ব্ববৎ শত্রু বলিয়া জ্ঞান করুন।"

কনষ্টান্স। ইহাই আমার ভায়ের যোগ্য কথা!—ইহাই ফ্রান্সের রাজার যোগ্য কথা!

জন্। ফ্রান্স-রাজ, এতশীঘ্র আপনার এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! তাই হোক্,—আমিও প্রস্তুত হইলাম।

নিরুপায় ব্লান্স তখন সত্বঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায়, আমার দশা কি হইবে? আমি যে অগ্র-পশ্চাৎ না বুঝিয়া, প্রিয়তম লুইসের সহিত গুরুতর সম্বন্ধ পাতাইয়াছি! আমার প্রতি দয়া করিবার কি কেহ নাই? এখন যে দুই পক্ষই আমার সমান!—এখন আমি কাহার শুভকামনা করিব, এবং কাহারই বা অশুভকামনা করিব? এক পক্ষে পতি, প্রেম, প্রণয়, প্রীতি—সমস্তই ; অন্য পক্ষে পিতৃব্য, পিতামহী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই ;—হায়, আমি এখন কোন্ পথে দাঁড়াই?—আমার দশা কি হইবে? মন যে এখন আর আমার নাই ;—পরের করে প্রাণ সঁপিয়া শেষে আমার এই হইল?"

তখন ফ্রান্স-রাজপুত্র বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার সকল সুখ ও সৌভাগ্য আমারই উপরে রহিল।"

ব্লান্স। আর সুখ-সৌভাগ্য?—মৃত্যুই এখন আমার সকল সাধ পূর্ণ করিবে।

তখন ইংলণ্ড-রাজ জন্ সেই জারজকে বলিলেন, "আমাদের সৈন্য-সামন্ত সকলকে প্রস্তুত হইতে বলো ;—এখনি যুদ্ধ হইবে।—ফ্রান্সরাজ! আর কিছু নয়,——রক্ত,—রক্ত,—রক্তপাত!—ফ্রান্স-রক্তে আমার প্রাণ শীতল হইবে।"

ফ্রান্স। অধিক বাগাড়ম্বরে কাজ কি?—কার্য্যকালে সকলই দেখা যাইবে।

(৬)

উভয় দলে পুনরায় ঘোর যুদ্ধ বাধিল। ইংরেজ-সৈন্য অতুল বিক্রমে ফরাসী-সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত, বিধ্বস্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন করিল। ইহার উপর দুর্ভাগ্য ফরাসীর কয়খানি রণতরী সৈন্য-সামন্ত-সমেৎ নদীগর্ভে ডুবিয়া গেল। জারজ, অষ্ট্রিয়ারাজকে সমরে নিহত করিয়া, তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া, মহা-মহোল্লাসে ইংলণ্ড-রাজকে দেখাইল।

এদিকে জন্,—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র,—সেই বালক আর্থারকে বন্দী করিয়া আনিলেন। তাহাকে হিউবার্ট নামে মন্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিলেন। মন্ত্রীকে নানারূপ লোভ দেখাইয়া, উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "এই বালককে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া গোপনে হত্যা করিবে। আর্থারই আমার সিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ। এই কণ্টককে দুর করিতে পারিলে, আমার আর কোন অন্তরায় থাকিবে না।"

পাপ হিউবার্ট এই পাপ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। রাজার নিকট শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমি অবশ্যই এ কার্য্য সমাধা করিব।"

তারপর জন্ সেই জারজকে পরামর্শ দিলেন, "এই সুযোগে তুমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া, ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দির সকল লুণ্ঠন করো।—যত ধনরত্ন পাইবে,—সমস্ত রাজকোষে অর্পণ করিও। আমিও অবিলম্বে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি। এখানে থাকিয়া আর কোন ফল নাই।"

জারজ 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে ফ্রান্সরাজ নিরাশ হইয়া প্যানডল্ফকে কহিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার নিজের সর্ব্বনাশ আমি নিজে করিলাম!"

প্যানডল্ফ। সর্ব্বনাশ কিরূপ? কেন,—কি হইয়াছে? যুদ্ধে তোমার বিশেষ কি ক্ষতি হইয়াছে? প্রকৃত জয় পরাজয় তো কোন পক্ষে অবধারিত হয় নাই?

ফিলিপ। দেব, ক্ষমা করুন।—পরাজয় আর কাহাকে বলে? আমার সৈন্য-সামন্ত ছিন্নভিন্ন, অষ্ট্রিয়া-রাজ নিহত, আর্থার বন্দী,—পরাজয়ের আর

বাকী কি দেব?——দেখুন, দেখুন, আবার কি শোচনীয় ব্যাপার! ভগিনী কনষ্টান্স, পাগলিনীবেশে আলুথালু হইয়া এদিকে আসিতেছেন।—হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইল!

কনষ্টান্স আসিয়া ভ্রাতাকে শ্লেষ করিয়া বলিলেন, "তোমার শান্তির পরিণামটা একবার দেখ!"

রাজা। ভগিনি, ধৈর্য্য ধরো।

কনষ্টান্স। হা, ধৈর্য্য! আর ধৈর্য্যের সময় নাই। ও! মৃত্যু,—মৃত্যু,—এস, এস, তুমি আমায় আলিঙ্গন করো। আমার সকল আশা-ভরসা গিয়াছে;—তোমাকে পাইলেই আমার শান্তি হয়! এস মৃত্যু, এস,—এ দুঃখিনীকে আলিঙ্গন করো,—এখন তুমিই আমার স্বামী!

ফিলিপ। ভগিনি, মিনতি করি, ধৈর্য্যধারণ করো।

কনষ্টান্স। না, না,—হায়! আমার কাঁদিবারও শক্তি নাই! আমার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণ-পুত্তলি আর্থার বন্দী হইল?—সেই অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, নর-পিশাচ জনের হস্তে আর্থার বন্দী হইল?

প্যানডল্ফ। কনষ্টান্স, ধৈর্য্য ধরো,—চুপ করো,—তুমি পাগল হইলে নাকি?

কনষ্টান্স। না, পাগল তো হই নাই! আমি বেশ সহজ জ্ঞানে আছি।—দেব, আমি পাগল হই নাই।——আমার নাম কনষ্টান্স, আমি জেফ্রির ধর্ম্ম-পত্নী,—আর্থার আমার পুত্র,—হায়! সেই পুত্র আমার হারাইয়াছে,—আমি পাগল হইলাম কৈ? ঈশ্বর কি তাহা করিবেন? পাগল হইলে তো আমি আপনাকে ভুলিয়া যাই,—এ দুঃখ, এ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা তো কিছুই থাকে না!—ঈশ্বর কি আমায় তাহা করিবেন? আপনি এমন কোন উপদেশ দিন, যেন সত্য সত্যই আমি পাগল হইতে পারি। না, তাহা তো হইবার নয়! তবে মৃত্যুই আমার একমাত্র মহৌষধ। বলো দেব, বলো,—কিসে আমি মরিতে পারি?—না, আমি পাগল হই নাই। আমি বেশ সুস্থ অবস্থায়, সহজ-জ্ঞানে আছি;—পাগল হইলে আমার কোন দুঃখই থাকিত না। দেব, বলিয়া দাও, এখন কিসে আমি মরিতে পারি?

ফিলিপ। ভগিনি, মাথার চুল বাঁধো,—এ নির্ম্মম দৃশ্য আমি আর দেখিতে পারি না।

কনষ্টান্স। না, চুল বাঁধিব না। ইহা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিব। ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আমি কাঁদিব,—হায়! আমার আর্থার নাই! পিতঃ কার্ডিনেল,—দেব! শুনিয়াছি, স্বর্গে গিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা হয়। তবে—তবে আমিও সেখানে গিয়া আমার আর্থারকে দেখিতে পাইব? আর্থারের সেই চাঁদপানা মুখে চুম্বন করিতে পারিব?——কিন্তু হায়! সে মোহনমূর্ত্তিতে তো তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইব না! তাহার মূর্ত্তি তখন স্বতন্ত্র হইবে।—তবে কোন দিকেই আমার আশা নাই! আমার আনন্দ, আশা, আলোক, জীবন,—ওঃ! আমার প্রাণাধিক আর্থার নাই! হায়, দুঃখিনী বিধবার সেই একমাত্র অবলম্বন,—আজ দস্যু-করে পতিত?—এতক্ষণও কি আর্থার পৃথিবীতে আছে?"

শোক-বিলাপ করিতে করিতে কনষ্টান্স সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বিপদাশঙ্কায় ফ্রান্সরাজ স্বয়ং তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

যুবরাজ লুইস বলিলেন, "হায়, এ জীবন দুর্ব্বিসহ, বড় যন্ত্রণাদায়ক,—পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাকে আনন্দ দিতে পারে। বিরক্তি, অবসাদ, ঘৃণা, লজ্জা,—জীবন বড়ই ভারবহ,—অতি ক্লেশকর,—যেন পুনর্কথিত নীরস গল্পগাথা!"

প্যানডল্ফ। কেন জীবনকে এত ভারবহ বোধ করিতেছ? জীবন স্বপ্ন কিংবা ছায়াবাজী নয়,—জীবন কার্য্যময়।—অতএব কার্য্য করো।

লুইস্। দেব, আর কি করিতে বলেন?

প্যানডল্ফ। কেন, আজিকার দিনে পৃথিবীতে তুমি কি হারাইয়াছ?

লুইস্। সকলই হারাইয়াছি।

প্যানডল্ফ। কিছুই হারাও নাই। মনে করিলে তুমি সকলই পাইতে পারো।

লুইস্। আপনি কি বলিতেছেন?

প্যানডল্ফ। বলিতেছি এই, তুমি কি মনে ভাবো যে,—জন্, আর্থারকে জীবিত রাখিবে?

লুইস্। সে তো আরও দুঃখের বিষয়।

প্যানডল্ফ। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহাতে তোমারই শুভ। তুমি মনে করিলে সকলই পাইতে পারো।—ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার অনুকূলে।

লুইস্ নরম হইলেন। প্যান্‌ডল্‌ফ বলিতে লাগিলেন,

"তুমি যদি এই অবসরে জনের রাজ্য আক্রমণ করিতে পারো, তাহা হইলে তোমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি মনোনীত পত্নীও পাও, আর ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনও অধিকার করিতে পারো। দেখ, ধর্ম্মের নামে সাধারণ লোক যত শীঘ্র উত্তেজিত হয়, এত আর কিছুতে হয় না। জনের আদেশক্রমে সেই জারজ ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দির সকল লুণ্ঠন করিতেছে; তাহাতে এক পক্ষে পুরোহিতগণ যেমন উত্তেজিত হইয়াছেন,—অন্যপক্ষে, তৎসঙ্গে সাধারণ লোকও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়াছে। এ উত্তেজনার ফলে, জনের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট নহে। তারপর তুমি যদি অকস্মাৎ সসৈন্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করো,—জন্ অবশ্যই অবিলম্বে আপন পথ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইবে। আর্থারকে যদি সে পর্য্যন্ত প্রাণে না মারিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে,——তোমার আগমন-সংবাদ শুনিবামাত্র, সে সর্ব্বাগ্রে নিশ্চয়ই তাহাকে বিনষ্ট করিবে। এখন তোমার সুবিধা বুঝিয়া দেখ। ইংলণ্ডের লোকমণ্ডলী একে ধর্ম্মের নামে দিশাহারা হইয়া জনের উপর অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া থাকিবে, তার উপর সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু-হত্যাতে আরও জ্বলিয়া উঠিবে;—সেই অবসরে যদি তুমি গিয়া তাহাদিগকে মাতাইতে পারো,—তো নিশ্চয়ই সকলে তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে। তখন তুমি অনায়াসে জন্‌কে নিধনপূর্ব্বক, ব্লান্সকে বিবাহ করিয়া, ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে। কারণ ব্লান্সই তখন মৃত-রাজার উত্তরাধিকারিণী।—এতক্ষণে আমার কথাটা বুঝিলে কি?"

লুইস্ ভাবিয়া দেখিলেন,—এই কূটবুদ্ধিজীবী, কৌশলী পোপ-প্রতিনিধি যাহা বলিল, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। তিনি গিয়া পিতাকে বিধিমতে উত্তেজিত করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক, সৈন্য-সামন্তাদি লইয়া ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন।

---

(৭)

এদিকে সেই পাপমতি হিউবার্ট, জনের আদেশমত, সেই দুগ্ধপোষ্য—নবনীতদেহ বালক আর্থারকে বধ করিবার আয়োজন করিল।

নরদাম্‌টন দুর্গ-মধ্যস্থ এক কক্ষে বসিয়া, হিউবার্ট এই মহা-পাপের আয়োজনাদি করিতেছে। দুইজন ভৃত্য আসিলে, হিউবার্ট তাহাদিগকে বলিল,

"এই লোহার শিকগুলো উত্তমরূপে আগুনে পোড়া; খুব গরম করিবি। তোরা এই পরদার আড়ালে থাকিবি। যখন আমি ভূমিতে পদাঘাত করিব, ছুটিয়া আসিবি এবং সেই ছেলেটাকে এই চেয়ারের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিবি।—খুব সাবধান!—কেমন, পারিবি তো?"

ভৃত্যদ্বয়। আজ্ঞা হাঁ হুজুর, খুব পারিব।

তাহারা চলিয়া গেল।

আর্থার আসিল। আহা, বালকের কি অপরূপ রূপ! কি নিষ্কলঙ্ক মুখ-চন্দ্রমা! কি মধুমাখা মিষ্ট কথা! বালক আসিয়া স্নেহমাখা স্বরে হিউবার্টকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "সুপ্রভাত,—হিউবার্ট!"

হিউবার্ট যথারীতি প্রতি-অভিবাদন করিল।

আর্থার বলিল, "হিউবার্ট, আজ তোমাকে কেমন বিমর্ষ-বিমর্ষ দেখিতেছি।"

হিউবার্ট। না, আমি তো বেশ আছি?

আর্থার। তা হবে,—আমায় ক্ষমা করো। দেখ, আমি নিজে দুঃখী বলিয়া, জগৎশুদ্ধ লোককে দুঃখী মনে করি।——হায়, আমি যদি রাজপুত্র না হইয়া, দরিদ্র মেষপালকের সন্তান হইতাম, তাহা হইলে দিব্য হাসিয়া খেলিয়া, মনের আনন্দে দিন কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহা হই নাই। সর্ব্বদা আমি ভীত ও উৎকণ্ঠিত। পিতৃব্যের ভয়ে আমি ভীত, আমার ভয়ে পিতৃব্যও ভীত। জেফ্রির সন্তান আমি,—ইহাই কি আমার অপরাধ? না, নিশ্চয়ই তা নয়। তা কেন হইবে?—হিউবার্ট, আমি যদি তোমার পুত্র হইতাম, তোমাকেও কত ভালবাসিতাম!

হিউবার্ট। (স্বগত) যদি আমি ইহার সহিত কথা কই, তাহা হইলে বালক এমনই সরল ও মধুমাখা কথায় আমার দয়া উদ্রিক্ত করিবে। না, এখন নির্ম্মম, পাষাণ, লৌহ-হৃদয় হইতে হইবে।——ঝটিতি আমাকে এই ভীষণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

আর্থার। হিউবার্ট, আজ কি তোমার কোন অসুখ করিয়াছে? সত্য সত্যই আজ তোমাকে কেমন বিমর্ষ দেখিতেছি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,—তোমার

যদি কিছু বেশী অসুখ হইত, তাহা হইলে আমি সারারাত্রি জাগিয়া, শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া, তোমার শুশ্রূষা করিতাম।

হিউবার্ট। (স্বগত) না, দেখিতেছি, ইহার কথা ক্রমেই আমার হৃদয়কে কোমল করিতেছে। (প্রকাশ্যে) আর্থার, এই কাগজ খানি পড়ো।

বালক মনে মনে পড়িতে লাগিল।

হিউবার্ট। (স্বগত) হা নির্ব্বোধ অশ্রু! কেন তুমি আমার কার্য্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? না, আমি তোমার এ স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় ভুলিব না। (প্রকাশ্যে) তুমি কি উহা পড়িতে পারিতেছ না? উহা কি পরিষ্কার লেখা নয়?

আর্থার। লেখা বেশ পরিষ্কার,—কিন্তু হিউবার্ট, ইহার অর্থ যে বড়ই ভয়ঙ্কর!—হায়, তুমি তপ্ত লৌহ-শলাকা আমার চোকের মধ্যে দিবে?

হিউবার্ট। হাঁ, অবশ্য।

আর্থার। তুমি?——কি বলিলে,—তুমি?

হিউবার্ট। হাঁ, আমি।

আর্থার। হায়, তোমার কি এতটুকুও হৃদয় নাই?—তুমি তপ্ত লৌহ আমার চোকের মধ্যে পুরিয়া দিবে? মনে পড়ে কি হিউবার্ট, এক দিন তোমার একটুখানি মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া, আমি নিজে আপন হাতে আমার একখানি সুন্দর রুমাল দিয়া তোমার কপাল টিপিয়া ধরিয়াছিলাম? আজও সে রুমাল-খানা আমি তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া লই নাই।—যখন রাত দুপুর, তখনও আমি তোমার মাথায় হাত দিয়া আছি,—মনে পড়ে কি সে কথা? তোমার মন প্রফুল্ল করিতে, তোমার অসুখের কথা ভুলাইয়া দিতে, আমি কত কথাই কহিয়াছি,—'কেমন আছ',—'কি চাও',—'কি কষ্ট হ'চ্ছে',—'আর কি করবো',—সেদিন এমন কত প্রশ্নই তোমাকে করিয়াছি,—সে সব কিছুই কি মনে নাই? দেখ, সেখানে কত গরীব দুঃখীর ছেলে শুইয়া ছিল, তাহারা কেউ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া একবার 'আহা'ও বলে নাই, আর আমি রাজার ছেলে হইয়া, পুত্রের ন্যায় সেদিন তোমার সেবা করিয়াছি! হয়ত তুমি ভাবিতেছ,—আমার এ ভালবাসা কপট, এ একটা দুষ্টুমি;—তা যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি ভাবো,—কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার

মনের ভাব কি?—সত্যই তুমি তপ্ত লৌহ চোকে দিয়া আমায় কাণা করিয়া মারিবে?

হিউবার্ট। হাঁ, আমি শপথ করিয়াছি,—ইহা করিব। লোহা পোড়াইতেও দিয়াছি।

আর্থার। হায়, লোহা পোড়াইতেও দিয়াছ? কিন্তু সে লোহা আগুনে পুড়িয়া লাল হইয়া যখন আমার চক্ষের সম্মুখে আসিবে,—আমার চোকের জল তখন তাহাকে শীতল করিবে! কারণ আমি নির্দোষ,—আমার কোন অপরাধ নাই। জ্বলন্ত লোহাকেও যদি আমি চোকের জলে শীতল করিতে পারি,—আর তুমি কি এমনি কঠিনহৃদয় যে, এই চোকের জল তোমাকে আর্দ্র করিতে পারিবে না? না, না, যদি স্বর্গ হইতে কোন দেব-কন্যা আসিয়াও আমায় বলে যে, হিউবার্ট এইরূপে তোমার চক্ষু নষ্ট করিবে, আমি তাঁহার কথাও বিশ্বাস করি না।——না হিউবার্ট, আমাকে মিথ্যা ভয় দেখাইও না!

হিউবার্ট। কাছে এস।

(ভূমিতে পদাঘাত ও সঙ্কেতকরণ;—জ্বলন্ত লৌহ-শলাকাদি লইয়া ভৃত্য-দ্বয়ের প্রবেশ।)

হিউবার্ট। আমি যাহা বলি,—করো।

আর্থার। দোহাই তোমার!—দোহাই হিউবার্ট, আমায় রক্ষা করো। এই দুই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষু আপনিই বাহির হইতেছে!

হিউবার্ট। ঐ লোহা আমার হাতে দে,—তোরা একে বাঁধ্।—যেমন বলিয়াছি, সেইরূপ করিয়া বাঁধ্।

আর্থার। ওহো! হিউবার্ট, তুমি এত নির্দ্দয় হইও না। সত্য বলিতেছি, আমি নড়িব-চড়িব না, বা ধ্বস্তাধ্বস্তি করিব না,—নিশ্চল প্রস্তরের মত আমি স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব।—দোহাই হিউবার্ট, আমাকে বাঁধিও না। এই লোক দু'টিকে এখান হইতে সরাইয়া দাও। আমি নিরীহ মেষশিশুর ন্যায় স্তব্ধ থাকিব।—নড়িব-চড়িবও না,—'আ-উ'ও করিব না,—একটি কথাও কহিব না। কিংবা রাগের সহিতও এই লোহাগুলোকে দেখিব না। দোহাই তোমার,—এই লোক দু'টিকে এখান হইতে বিদায় দাও। তুমি আমাকে যত যন্ত্রণা দাও, আমি তোমায় কিছু বলিব না।

হিউবার্ট। তবে তোমরা যাও, আমি একাই এ কাজ করিব।

ভৃত্য। আ, বাঁচিলাম! বাপ-মায়ের পরম পুণ্য যে, এমন কাজের হাত থেকে এড়ান্ পাইলাম।

ভৃত্যদ্বয় চলিয়া গেল।

আর্থার। হায়, আমি আমার বন্ধুদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলাম! উঁহাদের দৃষ্টি ভীষণ ছিল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, উহাদের অন্তরে দয়া ছিল।——না হিউবার্ট, উহাদিগকে পুনরায় এখানে আসিতে বলো।

হিউবার্ট সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "বালক, তবে প্রস্তুত হও।"

আর্থার। হায়, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

হিউবার্ট। না, তোমার চক্ষু নষ্ট করাই একমাত্র প্রতিকার!

আর্থার। হা ঈশ্বর!—যে অমূল্য রত্নের উপর একটি ভুষি, একটুখানি ধুলো, একটি মশা বা একগাছি উড়ন্ত-চুল পড়িলে কত কষ্ট হয়,—আজ তোমার বিধানে, আমার সেই চক্ষুরত্ন,—নিষ্ঠুর হিউবার্ট কি নিষ্ঠুর উপায়ে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে!

হিউবার্ট। বালক, এই তোমার প্রতিজ্ঞা?——চুপ করো বলিতেছি!

আর্থার। হায় হিউবার্ট,—আমার চোকের মধ্যে তুমি ঐ লোহা পুরিয়া দিবে, আর আমি একটি কথাও কহিতে পারিব না? তবে তুমি আমার জিব্ কাটিয়া দাও,—আমি যেন আর কথা কহিতে না পারি! তাহা হইলে আমি চক্ষু রক্ষা করিতে পারিব তো? এই চোকে তোমাকে দেখিতে পাইব তো?—হায়! দেখ দেখ, আমার চোকের জলে এই তপ্ত লৌহ শীতল হইয়া গিয়াছে!—সুতরাং আমি আশা করি, তোমার হৃদয়ও শীতল হইয়াছে!

হিউবার্ট। বালক, আমি পুনরায় উহা তপ্ত করিতে পারি,—জানো?

আর্থার। না, তা পারো না। পরদুঃখ দেখিয়া, আগুনও নিবিয়া যায়। হিউবার্ট, একবার আপনার দিকে চাহিয়া দেখ। দেখ, জলন্ত আগুন যে,—তারও হিংসা নাই। দেখ, ঈশ্বরের পবিত্র নিশ্বাস তাহার উপরে পড়িয়া তাহাকে শীতল করিয়াছে,—অনুতাপস্বরূপ, সে ছাই হইয়া গিয়াছে।

হিউবার্ট। বালক, আমি তো ইহাকে পুনরায় উত্তপ্ত করিতে পারি।

আর্থার। তাহা হইলে লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে,—তুমিও একদিন এইরূপ ছাই হইয়া যাইবে। হয়ত—হয়ত হিউবার্ট, তুমিও একদিন এইরূপ আপন চক্ষু আপনি বিনষ্ট করিবে। আমি জানি, কোন লোকের এক শিকারী কুকুর একদিন তাহার প্রভুকেই শিকার করিয়াছিল।—হিউবার্ট, দয়া করো,—এ যাত্রা আমার জীবন ভিক্ষা দাও,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

এইবার হিউবার্টের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—পাপ সঙ্কল্প আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি বলিলেন, "তাহাই হোক্‌,—আমি তোমার চক্ষু স্পর্শও করিব না; তোমার পিতৃব্যের অতুল ধনরত্ন কিংবা সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্নও আমাকে আর এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

আর্থার অশ্রু-জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, "এইবার তোমায় প্রকৃত হিউবার্টের মত দেখাইতেছে!—এতক্ষণ বুঝি ছদ্মবেশী হইয়া রহস্য করিতেছিলে, হিউবার্ট?"

হিউবার্ট। থাক্‌, আর কিছু বলিও না,—বিদায়! কিন্তু তোমার পিতৃব্যকে অবশ্যই বুঝাইতে হইবে যে, তুমি নিহত হইয়াছ। আমি সর্ব্বত্রই তোমার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া দিব। বৎস! তুমি সুখে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও। ধনের লোভে হিউবার্ট আর কাহারও জীবনের হন্তারক হইবে না।

আর্থার। ঈশ্বর! ধন্য তুমি!—হিউবার্ট, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় ধন্যবাদ দেই।

হিউবার্ট। চুপ করো। আর কিছু বলিও না। চুপে চুপে আমার সঙ্গে এস। তোমার জন্য আমি বিষম বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

হায়, তবুও কি সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু রক্ষা পাইল? তবুও কি আর্থারের জীবন রক্ষা হইল?——হা ঐশ্বর্য্য ও রাজ-সিংহাসন!

---

(৮)

ফ্রান্স হইতে আসিয়া, জন্‌ পুনরায় মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিলেন। সভাসদগণ বলিলেন, "মহারাজ, পুনরায় এ উৎসবের কারণ কি? এতকাল

যিনি ইংলণ্ড শাসন এবং রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিলেন, তাঁহার আবার পুনরায় এ রাজচিহ্ন ধারণের প্রয়োজন কি ?"

প্রয়োজন আর কিছুই নয়,—যে, এতকাল তাঁহার সিংহাসনের কণ্টক ছিল ; যাহার জন্য এত আয়োজন, এত উদ্যোগ, এত হাহাকার, এত রক্ত-পাত ;—সেই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী, আর্থারকে ইহলোক হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সুতরাং এখন নিষ্কণ্টকে সিংহাসন-সুখ উপভোগ করা চলিবে,—ইহা ভাবিয়াই জনের এ উদ্ভট অভিষেক-আয়োজন। কারণ জন্ জানিতেন, হিউবার্ট তাঁহার আদেশমত, আর্থারের প্রাণবধ করিয়াছে।

সভাসদগণ কিন্তু রাজার এ সদ্যুক্তিতে একমত হইলেন না,—তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি করিতে পারিলেন না। শিশুহত্যা,—প্রকৃত রাজ্যাধিকারীকে পৈশাচিক উপায়ে নিধন,—ইহা তাঁহাদের বড়ই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইল। এই ঘোর অধর্ম্মকর নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য, তাঁহারা রাজাকে নানারূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। শেষ তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এদিকে, প্যানডল্ফের উত্তেজনায়, ফ্রান্সরাজপুত্র লুইস, ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেন। ইংলণ্ডের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহানল জ্বালিয়া দিলেন। এই সময়ে জনের শক্তিশালী সভাসদবৃন্দও লুইসের সহিত যোগ দিলেন। জনের উপর রাগ তুলিতে গিয়া, তাঁহারা স্বদেশের শত্রু হইলেন।

জনের তখন অনুতাপ জন্মিল। তখন তিনি হিউবার্টকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমিই যদি না বুঝিয়া স্বার্থের তাড়নায় একটা ঘোর অধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত হইতে যাই,—তুমি কি বলিয়া তুচ্ছ অর্থলোভে ও আমার অনুগ্রহ লাভের আশায়,—সেই মহাপাপের সহায় হও ? বোধ হয়, তুমি যদি তখন এই কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে,—তুমি যদি সে সময় এতটুকু চাঞ্চল্য দেখাইতে, তাহা হইলে আমি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। তোমাদের ন্যায় অধর্ম্মাচারী, লোভী, ক্ষুদ্রহৃদয় পারিষদের দ্বারাই রাজাদিগের যত কিছু অনর্থ হইয়া থাকে ! হায়, তোমার জন্যই আজ আমার রাজ্যে এই ঘোর বিদ্রোহানল !—সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বত্রই হাহারব। আমার হিতৈষী সভাসদবর্গও এই দুঃসময়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন !"

এই সময় জন্‌ আবার সংবাদ পাইলেন, তাঁহার মাতা এলিনোর ফ্রান্সেই জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া—দুঃখিনী আর্থার-জননী,—আর্থারের শোকে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সকল দিকেই দুঃসংবাদ,—সকল দিকেই নিরাশা,—সকল দিকেই বিপদ। জনের অনুতাপ ও ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। শোকে তাপে তিনি জর্জ্জরিত হইলেন।

তখন হিউবার্ট বলিলেন, "মহারাজ, যথেষ্ট হইয়াছে, আর আমায় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিবেন না,—আর্থারকে আমি প্রাণে বধ করি নাই,—বালক জীবিত আছে।"

জন্‌ তখন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে যাও,—এখনি আমার হিতৈষী সভাসদবৃন্দকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করো। তাঁহারা যেন আমার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া, এ বিপদের দিনে পুনরায় আমার সহিত যোগ-দান করেন।"

হিউবার্ট প্রস্থান করিলেন।

---

(৯)

এদিকে দুর্ভাগ্য আর্থার প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, হিউবার্টের কথামত, সেই উচ্চ দুর্গশিখরে উঠিল। কিন্তু হায়, এখানেও যদি পাপ পিতৃব্যের কুটিল কটাক্ষ পতিত হয়!—বালক তখনও জীবনের আশা করিয়া বলিল,

"হায়, এই প্রাচীর অতি উচ্চ! তথাপি আমাকে নিম্নে লম্ফপ্রদান করিতে হইবে।—হে দয়ার্দ্র ভূমিতল! এ সময় তুমি সদয় হও,—যেন আমার গায়ে ব্যথা না লাগে। হায়, এই বৃহৎ নগরীতে কেহই আমাকে চিনে না। খালাসী-বালকের হীন পরিচ্ছদে এখন আমি আবৃত।—যদি আমি লাফাইয়া না পড়ি, তাহা হইলে, এখানে থাকিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া, আমাকে মরিতে হইবে! তবে পড়াই ভালো। কিন্তু বড় ভয় হইতেছে,—না, তবুও আমাকে পড়িতে হইবে! হায়, আমার পিতৃব্যের আত্মা এই প্রস্তর-দেওয়ালে অধিষ্ঠিত,—না, আমাকে পড়িতেই হইবে।—হে স্বর্গ! তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ করিও,—আর হে ইংলণ্ড! তুমি আমার হাড়গুলি গ্রহণ করো।"

ওহো-হো! বালক, ও কি করিলে? ঐ উচ্চ দেওয়াল হইতে, লম্ফপ্রদান করিয়া, প্রাণ হারাইলে? হা নিষ্ঠুর জন্!

এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিবার পর, হিউবার্ট ও সভাসদবৃন্দ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই অতি শোচনীয় করুণ দৃশ্য দেখিয়া সকলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সভাসদবৃন্দ তখন হিউবার্টের প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইলেন। হিউবার্ট কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজ-সভাসদগণ লুইসের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে একজন দৈবজ্ঞ নগরে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, অচিরাৎ জনের মস্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িবে। জারজ, সেই দৈবজ্ঞকে ধরিয়া জনের নিকট আনিল। জন্ দৈবজ্ঞকে কারারুদ্ধ করিলেন।

অনন্যোপায় হইয়া জন্ তখন প্যানডল্‌ফের শরণাপন্ন হইলেন। উপস্থিত যুদ্ধে সন্ধি করা ভিন্ন, তাঁহার আত্মরক্ষার আর উপায় ছিল না। তিনি আপন গৌরব-মুকুট প্যানডল্‌ফের হস্তে দিলেন। প্যানডল্‌ফ সেই মুকুট পুনরায় তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন,

"মনে রাখিও, মাননীয় পোপের নিকট হইতে তুমি পুনরায় এই রাজ-সম্মান ও গৌরব-মুকুট পাইলে। পোপ-প্রদত্ত এই মহাসম্মান অবনত মস্তকে গ্রহণ করো,—এখন হইতে আর কখনও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিও না। যাহাতে ধর্ম্মমন্দিরগুলি সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়, তাহাই করিও। আমি ফ্রান্স-যুবরাজ লুইস্‌কে বলিয়া, এই যুদ্ধ স্থগিত করিতেছি।"

জন্ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু ফ্রান্সরাজকুমার এবার প্যানডল্‌ফের কথা রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "একবার আপনার সম্মান রক্ষার্থ, আমরা ইংলণ্ডের মিত্রতা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছি; পুনরায় যে সন্ধি করিব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। তাহা হইলে জগতে ফরাসী-নামে কলঙ্ক রটিবে!—ভীরু, অব্যবস্থ-চিত্ত, পরমত-পরিচালিত বলিয়া, লোকে ফরাসী জাতিকে ঘৃণা করিবে। না, এবার আর মাননীয় পোপের সম্মান রাখিতে পারিলাম না।"

অগত্যা জন্‌কে যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু তখন তাঁহার সহায়বল, লোক-

রণ,—সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতুল উৎসাহে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সমরপ্রাঙ্গণেই তাঁহার জ্বর আসিল। তখন সেই জ্বর অবস্থায়, তিনি এক ধর্ম্ম-মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই সুযোগে ফ্রান্স-রাজপুত্র লুইস্ অবাধে ইংরেজ-সৈন্যকে আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু এই সময় পুনরায় ফরাসীর কয়খানি রণ-তরী,—সৈন্য-সামন্ত সহিত সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। লুইস্ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। এমত অবস্থায় নিরর্থক ইংলণ্ডে অবস্থিতি করা বিধেয় নহে ভাবিয়া, তিনি অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্তসহ স্বদেশযাত্রার উদ্যোগ করিলেন।

কিন্তু যাইবার আগে, কি ভাবিয়া, জনের সেই স্বদেশদ্রোহী সভাসদ্‌গণকে নিহত করিতে মনস্থ করিলেন। একজন গিয়া সভাসদগণকে সাবধান করিয়া দিল,—"পলাও,—পলাও, আর রক্ষা নাই,—লুইস তোমাদের মস্তকচ্ছেদ করিবে।—তোমাদের স্বজাতিদ্রোহিতার ইহাই পুরস্কার!"

সভাসদ্‌গণের তখন চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে পুনরায় জনের শরণাপন্ন হইলেন।

---

(১০)

এদিকে সেই কাল-জ্বরই,—জনের কালস্বরূপ হইল। তার উপর একটা জনরব উঠিল যে, ধর্ম্মাশ্রমের জনৈক পুরোহিত, কৌশলে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে। বিষের জ্বালায় জন্ ছটফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর-বাহির,—সর্ব্বত্র বিষময় বোধ হইল।

আজ শেষ দিন। জনের বালকপুত্র হেনিরি,—জনের অন্তিমশয্যায় উপস্থিত। সেই জারজ ও অন্যান্য সভাসদগণও বিষণ্ণভাবে জনের সম্মুখে সমাবিষ্ট। জন্ নিজমুখে আপন দুষ্কৃতির কাহিনী বলিলেন। বড় কষ্টে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইল।

তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হইবার পর,—প্রিন্স হেনেরি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এবং যথাকালে "তৃতীয় হেনেরি" নাম ধারণ পূর্ব্বক, ইংলণ্ডের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

জনের রাজত্বকাল বড়ই দুঃখময় ও সমস্যাপূর্ণ। পাপ-পথ যে চিরদিন পিচ্ছিল,—সোজা-পথে না চলিলে যে, মানুষকে বড় কষ্ট পাইতে হয়, জনের চরিত্রে তাহা পূর্ণরূপে প্রকটিত।

নিদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন।

(A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM.)

(১)

এথেন্স নামে এক নগর আছে। এখানকার রাজ-নিয়ম এই যে, পিতাই কন্যার বিবাহের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন ;—পাত্র-নির্ব্বাচন বা পাত্র-মনোনয়ন বিষয়ে কন্যার কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিবে না। কিন্তু যে কন্যা, পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইবে, পিতা বিচারপ্রার্থী হইলে, রাজবিধি অনুসারে, সেই হতভাগিনী কন্যার প্রাণদণ্ড হইবে! রাজবিধি এত কঠোর হইলেও, আশঙ্কার বিশেব কারণ ছিল না। কারণ, পিতা কখন এত নিষ্ঠুর হইতে পারেন না যে, ইচ্ছা করিয়া তনয়ার মৃত্যুকামনা করিবেন। তবে অনেক পিতা মুখে আইনের ভয় দেখাইয়া, কন্যাকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন বটে।

এক সময়ে কিন্তু সত্য সত্যই এরূপ এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইজিয়স্ নামে এক এথেন্সবাসী,—একদা সত্য সত্যই আপন কন্যা হার্ম্মিয়ার বিরুদ্ধে, এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন। বৃদ্ধের অভিযোগ এই, তিনি তাঁহার কন্যার জন্য যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। সেই পাত্রের নাম ডিমিট্রিয়াস্। ডিমিট্রিয়াস্ একজন সম্ভ্রান্ত এথেন্সবাসী। হার্ম্মিয়া গোপনে অন্য এক ব্যক্তির প্রণয়াসক্ত ছিলেন। সে অন্য এক ব্যক্তিও এথেন্সবাসী ;—নাম লাইসাণ্ডার। কন্যার অসম্মতি দেখিয়া, ইজিয়স্, এথেন্স-

রাজ থিসিয়াসের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন। হার্ম্মিয়া আপন অপরাধ ক্ষালন জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন। বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, সেই পাত্র অন্য একজনের প্রণয়াস্পদ। সে অন্য একজন আর কেহ নহে, হার্ম্মিয়ার বাল্য-সহচরী হেলেনা। হার্ম্মিয়া বলিলেন, "ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহাতে হেলেনা তাঁহার একান্ত অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এমত অবস্থায় আমার বাল্য-সখীর মনে কষ্ট দিয়া, আমি কিরূপে পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি?"

ইজিয়স্ কন্যার কোন যুক্তিই শুনিলেন না,—উৎসুকচিত্তে বিচার-ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এথেন্স-রাজ থিসিয়াসের প্রকৃতি বড় কোমল। জন্মদাতা পিতা যে, কন্যার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনিবে, ইহা তিনি ধারণা করিতেই পারেন নাই। কিন্তু এখন সত্য সত্যই তাহা ঘটিল দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। কি করিবেন, তিনিও আইনের অধীন। দেশের চিরপ্রথা রহিত করিবার ক্ষমতা তাঁহারও নাই। অগত্যা তিনি চারিদিনের জন্য হার্ম্মিয়াকে ভাবিবার অবসর দিলেন। বলিলেন, "হার্ম্মিয়া, এই চারিদিনের পরও যদি দেখি, তুমি তোমার পিতার সহিত একমত হইতে না পারিয়াছ, তবে তোমাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।"

---

(২)

হার্ম্মিয়া ব্যথিত হৃদয়ে, তাঁহার মনোনীত প্রণয়াস্পদ লাইসাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লাইসাণ্ডার সকল কথাই শুনিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকা তখন,—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া, যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন।

কন্যার প্রতি পিতার এইরূপ ব্যবহার,—কেবলমাত্র এথেন্স নগরীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এথেন্সের বাহিরে এই নিষ্ঠুর রাজ-নিয়ম ছিল না। লাইসাণ্ডার স্বীয় প্রণয়িনী হার্ম্মিয়াকে এই নিষ্ঠুর দেশের নিষ্ঠুর নিয়মের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবেন, একাগ্রমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে

স্থির করিলেন, এ দেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কোথায় যান? কিছুক্ষণের পর তাঁহার মনে হইল, এথেন্স হইতে কিছু দূরে, তাঁহার এক পিতৃব্য-পত্নী আছেন;—হার্ম্মিয়াকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিলে, হার্ম্মিয়ার প্রাণরক্ষা হয়। এই ভাবিয়া তিনি হার্ম্মিয়াকে বলিলেন,

"প্রিয়তমে! আমি এক উপায় ঠিক করিয়াছি। অদ্যই রাত্রে তুমি তোমার পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া এস। চল, আমরা এখান হইতে জন্মের মত চলিয়া যাই। যেখানে আমার পিতৃব্য-পত্নী আছেন, তোমাকে সেইখানে রাখিব, এবং সেইখানেই নির্ব্বিঘ্নে আমাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে।"

হার্ম্মিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত,—ইহা বলিলেন।

হার্ম্মিয়ার সম্মতি পাইয়া লাইসাণ্ডার বলিলেন, "তবে তুমি প্রস্তুত হও। এই নগরের বাহিরে, সেই যে কানন,—যেখানে তোমার বাল্য-সহচরী হেলেনাকে লইয়া, তুমি ও আমি,—মধুময় বসন্তকালে মনের সুখে ভ্রমণ করিতাম,—সেই কাননে আমি আজ তোমার আগমন-প্রতীক্ষা করিব।"

প্রফুল্ল-হৃদয়ে হার্ম্মিয়া গৃহে ফিরিলেন, গৃহত্যাগ করিবার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না,—কেবলমাত্র বাল্য-সহচরী হেলেনার নিকট সমস্ত বলিলেন।

ভালবাসার মোহে,—অনেক সুন্দরী অনেক সময় অনেকরূপ অবৈধ কার্য্য করিয়া থাকেন। হেলেনাও আজ সময়গুণে সেইরূপ একটা অবৈধ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা বলিয়াছি,—হেলেনা, ডিমিট্রিয়াসের প্রতি অনুরাগিণী। ডিমিট্রিয়াস্ কিন্তু হার্ম্মিয়ারই পক্ষপাতী। হার্ম্মিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহের কথাও হইতেছিল। সুতরাং হেলেনা,—নায়কের অনাদৃতা। অনাদৃতা হইলেও প্রেম-আশা কিন্তু তিনি ছাড়েন নাই।—আজ সুযোগ পাইয়া, হেলেনা, ডিমিট্রিয়াসের নিকট হার্ম্মিয়ার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তাহাতে হেলেনার যে বিশেষ কোন উপকার হইবে, এমন আশা ছিল না।—তবে একটা কথা এই, হার্ম্মিয়ার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে, ডিমিট্রিয়াস কোন্ না তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন? এবং তাহা হইলে হেলেনাও কোন্ না ডিমিট্রিয়াসের সঙ্গে

থাকিয়া, কিছুকাল প্রেম-কথায় অতিবাহিত করিতে পারিবেন?—কেবল-মাত্র এইটুকুর জন্যই,—হেলেনা সেই শৈশব-সঙ্গিনী, সরল-হৃদয়া হার্ম্মিয়ার বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেন।

---

(৩)

লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়ার,—যে কাননে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইবার কথা ছিল,—পরীগণ আসিয়া সেই কাননে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিত। আবরণ—পরীর রাজা, টিটানিয়া—পরীর রাণী। রাজা ও রাণী,—অনুচরগণকে লইয়া, রাত্রি-কালে, আনন্দ-কোলাহলে সেই কানন পরিপূর্ণ করিতেন।

যে সময়ের কথা বিবৃত হইতেছে, সেই সময়ে পরীর রাজা ও রাণীর,—পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ কানন-পথে,—কেহ কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না। যদি কখন দেখা হইত, অমনি পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধিয়া যাইত। কলহটা এতদূর দাঁড়াইত যে, অনুচরেরা ভয়ে, যে যেখানে পারিত, লুকাইত।

রাজা ও রাণীর এই কলহের একটা কারণ ঘটিয়াছিল। টিটানিয়া একটি মাতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিতেছিলেন। বালকের মাতা টিটানিয়ার প্রিয়সখী ছিলেন। মাতার মৃত্যু হইলে, টিটানিয়া সেই কাননে বালকটিকে লইয়া আপন পুত্রের ন্যায় পালন করিতেছিলেন। রাজার ইচ্ছা, বালকটিকে আপন প্রিয়-ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করেন। রাণী তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাই বিবাদের কারণ।

যে রজনীতে লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইবেন, সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে টিটানিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে বন-বিহার করিতে-ছিলেন। ঘটনাক্রমে পরীরাজ অবারণ্‌ও সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণীর পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর কথা-কাটাকাটি এবং বাদ-প্রতিবাদ চলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "গর্ব্বিতে! বড় অশুভক্ষণে আজ এই সুখময়ী কৌমুদী-নিশিতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

রাণী। বাঃ, এ কে! এ যে দেখিতেছি, সেই কলহপ্রিয় অবারণ!—চল সখীগণ, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই। আমি শপথ করিয়াছি, উঁহার সহিত একত্র থাকিব না।

রাজা। টিটানিয়া, অপেক্ষা করো, চলিয়া যাইও না। আমি কি তোমার স্বামী নহি? আমার প্রতি এরূপ আচরণ করো কেন? বালকটিকে আমায় দাও,—এ মনোবিবাদ মিটিয়া যাক্।

রাণী। রাজন্! ক্ষান্ত হও! তোমার সমস্ত পরীরাজ্যের বিনিময়েও, এ বালকটিকে পাইবে না।

এই বলিয়া রাণী চলিয়া গেলেন।

রাজা। তবে যাও গর্ব্বিতে!—কিন্তু দেখিও, কল্যই প্রত্যূষে এই অবমাননার প্রতিফল পাইবে।

---

(৪)

পক্ নামে রাজার এক প্রধান অনুচর ছিল। সে বড় কৌতুকপ্রিয় ও ধূর্ত্ত। সেই কানন-সন্নিহিত গ্রামগুলিতে পকের অনেক উপদ্রব ছিল। শঠরাজ যখন দেখিত, কোন গোপ-বধূ দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত প্রস্তুত করিতেছে, অমনি তাহার ইচ্ছা হইত, সেই মন্থনদণ্ডের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে। পকের যে ইচ্ছা সেই কাজ! গোপবধূর হস্ত-সঞ্চালিত মন্থন-দণ্ড যেমন চারিদিকে ঘুরিত ফিরিত, পকও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি মক্ষিকার বেশ ধরিয়া অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিত। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও গোপবধূ একটুও নবনী প্রস্তুত করিতে পারিত না। যখন কতকগুলি পল্লীবাসী একত্রিত হইয়া আনন্দে সুরাপান করিতে থাকে, পক্ হয়ত তখন একটা সিদ্ধ-কাঁকড়ার আকার ধারণ করিয়া তাহাদের পানপাত্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। যখন কোন বৃদ্ধা জলপান করিতে যাইত, পক্ অমনি সেখানে উপস্থিত হইত এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই বৃদ্ধার অধরোষ্ঠ এমনই ভাবে কাঁপাইয়া দিত যে, সমস্ত জল বৃদ্ধার চিবুক গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। বৃদ্ধা আবার যখন প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া একটা টুলের উপর বসিয়া সেই দুঃখের কথা বলিত,—পক্ তখন অলক্ষিতভাবে সেই

টুলখানি সরাইয়া লইত;—বৃদ্ধা পড়িয়া যাইত;—সমবেত প্রতিবাসিনীগণ অমনি হো হো হাসিয়া উঠিত। পকের ক্রীড়া ও কৌতুক এইরূপ নানা প্রকারের।

পরীরাজের আদেশে পক্ আসিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইল। তখন পক্‌কে নিকটে পাইয়া রাজা আজ্ঞা করিলেন,—

"দেখ পক্! তুমি শুনিয়াছ, এমন কতকগুলি ফুল আছে,—প্রেমিকা রমণীগণ যাহাকে 'সোহাগ-কুসুম' বলিয়া থাকে,—আজি আমাকে গোটাকত সেই সোহাগ-কুসুম আনিয়া দাও। সেই রঙ্গিলা ফুলের রস,—নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষে লেপন করিলে, সেই ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গে যাহাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিবে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে! আজি আমার টিটানিয়া সুন্দরী যখন নিদ্রিত হইবেন, আমি সেই কুসুম-রস তাঁহার চক্ষে লেপিয়া দিব, মানস করিয়াছি। ধনী চক্ষু মেলিয়া যখন চাহিবেন,—সিংহ হোক, ভল্লুক হোক, বানর হোক,—যাহাকে প্রথম দেখিবেন, তাহার প্রেমে তাঁহাকে পড়িতেই হইবে। অবশ্য যথাকালে অন্য পুষ্পরসে এ মোহ আবার আমি দূর করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাণীর তেজ ও অহঙ্কার কমে,—যে পর্য্যন্ত না রাণী সেই বালকটিকে আমায় দেয়, সে পর্য্যন্ত তাহার সেই বিষম মোহ দূর করিব না।"

কৌতুকপ্রিয় পক্ মনের মত কাজ পাইল,—হৃষ্টান্তঃকরণে সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

---

(৫)

পক্ পুষ্প অন্বেষণে বাহির হইল; পরী-রাজ অবারণ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি দেখিলেন, ডিমিট্রিয়াস্ ও হেলেনা সেই কাননে প্রবেশ করিল। তখন এই যুবক যুবতীর মধ্যে বচসা চলিতেছে। ডিমিট্রিয়াস্ বলিতেছেন, "হেলেনা, কেন তুমি আমার সঙ্গে আসিলে? তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করো। আমি তোমাকে চাহি না, তথাপি কেন তুমি আমার আশা ছাড়িতে পারো না?"

হেলেনা সে কথা শুনিলেন না। তিনি আপনাদের পূর্ব্বপ্রণয় স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। শৈশবের সেই সরল ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের সেই বিশ্বাস ও নির্ভর, ভবিষ্যতে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রতিজ্ঞা,—একে একে কত কথাই তুলিলেন। কিন্তু ডিমিট্রিয়াস্‌কে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। সেই বিজন অরণ্যে প্রেম-পাগলিনী হেলেনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, ডিমিট্রিয়াস্ প্রস্থান করিলেন। হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পরীরাজ অবারণের হৃদয় হেলেনার দুঃখে কাতর হইল। সরল-হৃদয় প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে লাইসাণ্ডার বলিয়াছেন যে, হেলেনাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা অনেকবার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এই কাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। হয়ত অবারণ সেই সময়ে হেলনা ও ডিমিট্রিয়াসের প্রণয়ানুরাগ দেখিয়াও থাকিবেন।

যখন পক্ প্রেম-কুসুম লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন অবারণ বলিলেন,

"দেখ পক্, তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আজ এথেন্সবাসী এক যুবক ও এক যুবতী এই কানন মধ্যে আসিয়াছে। যুবতী, যুবকের প্রেমে আত্মহারা; যুবক কিন্তু তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহে না। যখন তুমি সেই যুবককে নিদ্রিত দেখিবে, তখন তাহার চক্ষে এই পুষ্পরস মাখাইয়া দিও। কিন্তু এ কার্য্য এমন ভাবে করিবে, যেন ঐ যুবক নিদ্রাভঙ্গে, তাহারই পার্শ্বে সেই অনাদৃতা যুবতীকে দেখিতে পায়। সেই যুবককে চিনিতে তোমার কষ্ট হইবে না;—এথেন্সবাসীর পরিচ্ছদেই তাহাকে চিনিতে পারিবে।"

চতুরতার সহিত পক্ এ কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে, অঙ্গীকার করিল।

---

(৬)

পরীরাজ অবারণ তখন রাণী টিটানিয়ার উদ্দেশে চলিলেন। রাণী তখন আপন কুঞ্জে শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। নদী-সৈকতে বেলা, চামেলি, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম-গন্ধে-আমোদিত,—শ্যামশোভা-সমাকীর্ণ-বৃক্ষ-বল্লরী-সমাচ্ছাদিত শান্তিময় কুঞ্জকুটীর,—পরীরাণীর শয়ন-স্থান। অবারণ,

সেইখানেই তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি শুনিলেন, রাণীর নিদ্রাকালে, কোন্ সহচরী কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে,—রাণী একে একে তাহা বলিয়া দিতেছেন। তিনি কাহাকে বলিতেছেন, "কুসুম-কোরক হইতে কীটগুলি বাছিয়া ফেল।" কাহাকে বলিতেছেন, "আমার নিদ্রাকালে কর্কশ-কণ্ঠ পেচক কাছে আসিতে দিও না।" এইরূপ সকলকে এক একটা কাজের ভার দিয়া শেষে বলিলেন, "সখীগণ! তোমরা একটা গান করো, আমি নিদ্রা যাই।"

তখন সকল সখী মিলিয়া সমস্বরে এক মনোমোহকর, সুরসাল, সুখ-শান্তিময় গান ধরিল ;—

দূর হ রে অমঙ্গল, পাপ তাপ ভয়,
পরীর ঈশ্বরী যাবে নিদ্রা এ সময়।
হাস হে চন্দ্রমা বিমল কিরণে,
ঢাল সুধারাশি এ কুঞ্জ-কাননে,
গাও রে পাপিয়া সুমধুর তানে,
ফুল্ল ফুল-বাস আন হে পবন।—
পেচক মশক, সজারু সর্পক,
দূর হ রে যত বালাই কণ্টক,
ডাইন-ডাকিনী-ইন্দ্রজাল-মন্ত্র,
এস না—প'শ না নিকুঞ্জ-আলয়॥ *

সখীদের গানে রাণী নিদ্রিতা হইলে সখীগণও স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল। অবারণও এই অবসরে টিটানিয়ার শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। এবং নিদ্রিতা পরীর চক্ষে সেই পুষ্পরস মাখাইয়া দিলেন। বলিয়া গেলেন,—

"নিদ্রা অবসানে, দুষ্টে! দেখিবে যাহারে,
সেই হ'বে প্রাণেশ্বর,—নিও বুকে তারে।"

---

(৭)

এখন হার্ম্মিয়ার কথা কিছু বলি। পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া, হার্ম্মিয়া স্বীয় প্রণয়ী লাইসাণ্ডারের পরামর্শমত পিতৃ-

* বেহাগ—আড়াঠেকা।

ভবন হইতে পলায়ন করিবেন। লাইসাণ্ডারের পিতৃব্যপত্নী-ভবনে আসিবার পথে, এই কানন-মধ্যে হার্ম্মিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বসঙ্কেতমত লাইসাণ্ডার তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন।



পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে আনন্দের সহিত তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু অধিক পথ যাইতে-না-যাইতে, হার্ম্মিয়া পথশ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে রমণী আপনার বিশ্বাস ও প্রেম,—সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ

রাখিয়া,—আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এইরূপে প্রেমের গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন,—যাহাতে তাঁহার কোন রূপ কষ্ট না হয়, লাইসাণ্ডার সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। প্রণয়িনীকে পথশ্রান্ত দেখিয়া, নিকটে এক তৃণ-শষ্প-সমাচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া, সেইখানে বিশ্রাম করিতে বলিলেন, এবং প্রাতেঃ উঠিয়া পুনরায় পথ চলিতে থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

সেই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন ভূমিতলে পথশ্রান্তা হার্ম্মিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। লাইসাণ্ডারও কিয়দ্দূরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

---

(৮)

এদিকে পক্ প্রভুর আদেশ পালনে প্রস্তুত হইল। সেই তৃণশষ্প-সমাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর যুবক যুবতীকে দেখিয়া পক্ মনে করিল,—প্রণয়ে-অনাদৃতা সেই যুবতী এই,—এবং তাহার নিষ্ঠুর প্রণয়ী যুবকও,—এই। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ ভুল বুঝিয়াছিল। কারণ, নিদ্রিত যুবক যুবতী যে, লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া,—ডিমিট্রিয়াস্ ও হেলেনা তো নহে! পক্ তাহা না বুঝিয়া, তাহার প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, সেই নিদ্রিত লাইসাণ্ডারের চক্ষেই সেই পুষ্পরস ঢালিয়া দিল!

মহা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। ঘটনা বিপরীত হইল। পুষ্পরসের গুণ,—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।—নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া প্রথমেই যাহাকে দেখিবে, তাহার প্রতিই সে অনুরক্ত হইবে। লাইসাণ্ডার জাগ্রত হইয়া, দৈব-বিড়ম্বনায়, হেলেনাকেই প্রথমে দেখিতে পাইলেন। সেই পুষ্পরসের কি আশ্চর্য্য গুণ!—হেলেনাকে দেখিবামাত্র, লাইসাণ্ডার সেই তদ্গতপ্রাণা হার্ম্মিয়াকে ভুলিয়া,—হেলেনায়ই অনুরাগী হইলেন!

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে একাকিনী অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন; হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনুসরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। হেলেনা ডিমিট্রিয়াস্ হইতে অনেক অন্তরে পিছাইয়া পড়িলেন। ডিমিট্রিয়াস্ সেই অবসরে তাঁহার অদৃশ্য হইলেন।



এইরূপে পরিত্যক্তা, অসহায়া হেলেনা,—একাকিনী সেই অরণ্যমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে,—যেখানে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া নিদ্রিত ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাইসাণ্ডারকে সেই স্থানে সেই ভাবে নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "দেখিতেছি, লাইসাণ্ডার ভূমিতলে পড়িয়া আছেন;—তবে ইনি নিদ্রিত না মৃত ?" মনে মনে নানারূপ সন্দেহ করিয়া, হেলেনা,—লাইসাণ্ডারকে স্পর্শ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "সখে! যদি তুমি বাঁচিয়া থাকো, তবে জাগ্রত হও।"

লাইসাণ্ডারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গমাত্রেই, প্রথমেই তিনি হেলেনাকে দেখিলেন।—পুষ্পরসের প্রভাবে অমনি তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তখন লাইসাণ্ডার নব-প্রেমিকের মত,—হেলেনার রূপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া, নানাপ্রকারে হেলেনাকে আপন প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে উন্মত্ততায়,—প্রাণাধিকা হার্ম্মিয়া ভাসিয়া গেল। হেলেনাই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিলেন।

ব্যাপারখানা কিন্তু হেলেনার বড় ভালো লাগিল না। মনে মনে তিনি বুঝিলেন,—অন্যরূপ। তাঁহার অবিদিত ছিল না যে, লাইসাণ্ডার হার্ম্মিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতেও প্রতিশ্রুত। অথচ, লাইসাণ্ডারের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ও সহসা তাঁহার এই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিস্মিত হইলেন, এবং কিছু রুষ্টও হইলেন। তাহার মনে হইল, লাইসাণ্ডার তাঁহাকে উপহাস করিতেছেন।

হেলেনা দুঃখ ও অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এতদিনে বুঝিলাম যে, সকলের উপহাসাস্পদ হইয়াই, এ অভাগী জন্মগ্রহণ করিয়াছে! ডিমিট্রিয়াস্‌কে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি; তাহার প্রতিদানে,—প্রত্যাখ্যান বৈ আর কিছু পাইলাম না! একটু ভালো কথা,—কি একটু স্নেহ দৃষ্টি, কিছুই পাইলাম না! সেই দুঃখেই মর্ম্মাহত হইয়া আছি। তাহার উপর তোমার এই কঠোর পরিহাস!—ছি! আমি জানিতাম না যে, তুমি এত অভদ্র ও নীচ এবং অসৎ।"

এই বলিয়া, হেলেনা ক্রোধভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। লাইসাণ্ডারও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন;—সেই অসহায়া, নিদ্রিতা, ভূমিতলে শায়িতা,—হার্ম্মিয়ার পানে একবার চাহিলেনও না!

---

(৯)

হার্ম্মিয়া নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সেই বিজন বনে তিনি একাকিনী;—পার্শ্বে লাইসাণ্ডার নাই!—লাইসাণ্ডার কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে হার্ম্মিয়া কাননের চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ডিমিট্রিয়াস্ হেলেনাকে পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে জন্ত তাঁহার এই কাননে আসা, তাহার কিছুই হইল না।—হার্ম্মিয়া বা লাইলাণ্ডারের কোন সন্ধান তিনি পাইলেন না। কানন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন, এবং ক্ষণপরে সেইখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরীরাজ অবারণ,—ডিমিট্রিয়াস্‌কে সেই নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলেন।

অবারণ্ বিবিধ প্রশ্নে বুঝিয়াছিলেন, পক্ তাঁহার আদেশ পালন করিতে গিয়া, বিপরীত ফল ঘটাইয়াছে।—ভুলক্রমে সে, অন্তব্যক্তির চক্ষে সেই পুষ্পরস ঢালিয়া দিয়াছে। কাজেই অবারন্ নিজহস্তে সেই পুষ্পরস নিদ্রিত ডিমিট্রিয়াসের চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। ডিমিট্রিয়াস্ জাগ্রত হইয়াই সম্মুখে দেখিলেন,—হেলেনা। পুষ্পরস প্রভাবে ডিমিট্রিয়াস্ তৎক্ষণাৎ হেলেনার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার চাটু-বাক্যে সুন্দরীর গুণ-গান আরম্ভ করিয়া দিলেন!

এদিকে সেই বিজন বনে পরিত্যক্তা হার্ম্মিয়া,—অনুসন্ধান করিতে করিতে লাইসাণ্ডারকে পাইলেন। ঘটনাক্রমে সকলেই একস্থানে মিলিত হইলেন। রহস্যটাও জমিয়া গেল।

অনাদৃতা হেলেনারই স্বীয় প্রণয়-পাত্রকে খুঁজিবার কথা। কিন্তু পকের ভ্রমবশতঃ হার্ম্মিয়ার উপর সেই ভার পড়িয়াছিল।

সেই রঙ্গস্থল তখন বড় হাস্য-ভাব ধারণ করিল। হার্ম্মিয়াই এক্ষণে অনাদৃতা, আর হেলেনা একজোটে দুইজন নায়কেরই আরাধ্যা!

হেলেনা, এই অভিনব রহস্যের কোন মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি অবাক্ হইয়া নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার,—দুইজনে পরামর্শ করিয়া আজ তাঁহাকে উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

হার্ম্মিয়ার বিস্ময়ও,—হেলেনা অপেক্ষা কম নহে। যে লাইসাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস্,—উভয়েই তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, আজ তাঁহারা দুই জনেই এককালে হেলেনার উপর অনুরক্ত হইলেন! হার্ম্মিয়া ইহার মর্ম্ম

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বড়ই বিস্মিত ও চিন্তাকুলিত ;—পরন্তু, এই মর্ম্মচ্ছেদকর দৃশ্য,—তাঁহার পরিহাস বলিয়াও বোধ হইল না।

দুই যুবতীতে তখন কলহ বাধিল। শৈশবকাল হইতেই উভয়ে উভয়ের বড় প্রিয় ছিলেন। আজ জীবনের মাঝখানটাতে পরস্পরের মনোমালিন্য ঘটিল। হেলেনা বলিলেন, "হার্ম্মিয়া, তুমি কি নিষ্ঠুর-হৃদয়া! আমার প্রতি লাইসাণ্ডারের এমনি-তর বিদ্রূপকর ব্যবহার,—তুমিই শিখাইয়া দিয়াছ! আর তোমার-প্রতি-বিশেষ-অনুরক্ত ডিমিট্রিয়াস্‌,—আমি যাঁহার দুটি চক্ষের বিষ,—যিনি আমার ছায়া মাড়াইতেও ঘৃণাবোধ করেন,—সেই ডিমিট্রিয়াস্‌ও যে আজ আমায় এমন মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন, ইহাও তোমার কাজ!—ভাই! আমাকে এমনই করিয়া উপহাস করা কি তোমার উচিত? শৈশবে, পাঠাভ্যাস কালে, সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ,—আজ কি ভুলিয়া গেলে? মনে করিয়া দেখ দেখি, কতবার তোমায় আমায় একত্র একই আসনে বসিয়া, একই গীত গায়িতে গায়িতে, একই কার্পেটে উভয়ে একই ফুল বুনিয়াছি! এক বৃন্তে দুটি ফুলের ন্যায় অভিন্ন-হৃদয়ে উভয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছি!—আর আজি এই ব্যবহার!—পুরুষের সহিত যোগ দিয়া, শৈশব-সঙ্গিনীকে এমনি-তর অপমান করা কি বন্ধুত্বের আদর্শ?—না, কুল-কুমারীর ধর্ম্ম?—নারী হইয়া ভাই! তুমি নারীর প্রাণ বুঝ না?"

হার্ম্মিয়া। ভাই! তোমার এই দুঃখ ও ক্রোধ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। তুমি কখনই আমার অনাদরের পাত্রী নহ। বরং আজ বোধ হইতেছে, আমি-ই তোমার অনাদৃতা।

হেলেনা। ওঃ! তোমার অন্তর ও বাহির স্বতন্ত্র। মুখে দেখিতেছি, যেন তুমি কিছুই জানো না ;—কিন্তু আমি পিছন ফিরিলেই অঙ্গ-ভঙ্গী ও ইসারা প্রভৃতি দ্বারা তুমি বিদ্রূপ করিতে থাকো! বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে স্নেহ, দয়া, মায়া কিছুই নাই। তাহা থাকিলে, আমার প্রতি কখনই এমনতর ব্যবহার করিতে না।"

যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যখন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, তখন ডিমিট্রিয়াস্‌ ও লাইসাণ্ডার কোথায়?—তাঁহারা দুই জনে সেই একই যুবতী হেলেনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, কাননের অন্যতম প্রদেশে গমন করিয়া,

পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা নিকটে নাই দেখিয়া, যুবতীদ্বয়ও তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

---

(১০)

পকের সহিত পরীরাজ অবারণ্‌ অলক্ষ্যে থাকিয়া, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন। অবারণ্‌ বলিলেন, "পক্‌, সত্যই কি ইহা তোমার অসাবধানতার ফল?—না ইচ্ছা করিয়াই তুমি এইরূপ করিয়াছ?"

পক্‌। রাজন্‌! আমায় অবিশ্বাস করিবেন না,—ভুলক্রমেই আমি এরূপ করিয়াছি। আপনি কেবলমাত্র ইহাই বলিয়া দিয়াছিলেন, এথেন্স-বাসীর পরিচ্ছদেই আমি সেই যুবককে চিনিতে পারিব! অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কোন অপরাধ নাই। যাই হোক, যাহা ঘটিয়াছে, ইহা একটি মন্দ কৌতুক নয়!

অবারণ্‌। কিন্তু ইহাও তো দেখিলে,—ডিমিট্রিয়াস্‌ ও লাইসাণ্ডার পরস্পর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! অতএব আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি এখনই, এই রাত্রিতেই এই অরণ্যানী,—ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করো এবং চারিদিকে অন্ধকার ঢালিয়া দাও,—যেন ইহারা পরস্পরে পথ-হারা হয় এবং কেহ কাহাকে দেখিতে না পায়! আর তুমি ঐ দুই যুবকের স্বর অনুকরণ করিয়া,—যেন একে অন্যের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ,—এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া,—দুই জনকে বিপরীত পথে লইয়া যাও। যখন দেখিবে, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন,—আমি এই আর একটি পুষ্প দিতেছি,—ইহার রস লইয়া লাইসাণ্ডারের চক্ষে ঢালিয়া দিও। তাহা হইলে হেলেনার জন্য তাহার এই নূতন প্রেমোন্মত্ততা আর থাকিবে না।—আবার তাহার পূর্ব্বের সেই স্বাভাবিক-প্রেম ফিরিয়া আসিবে,—আবার হার্ম্মিয়াকে তেমনই করিয়া সে আপনার ভাবিবে,—এবং তাহা হইতে ঐ যুবতীদ্বয়ও পরস্পরের মনোনীত পাত্র লাভে সুখী হইবে, অধিকন্তু উভয়ের এই মনোমালিন্যও দূর হইবে। তখন সকলে বুঝিবে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার কিছুই সত্য নহে;—মনে হইবে, ইহা আজিকার এই নিদাঘ নিশীথের একটা স্বপ্ন মাত্র।—যাও পক্‌, যাহা বলিলাম, এখনি তাহা করো। আমি এখন দেখি গিয়া, আমার টিটানিয়া সুন্দরী কি করিতেছেন!

---

(১১)

টিটানিয়া তখনও নিদ্রিত ছিলেন। অবারন্ দেখিলেন, একজন, পথভ্রান্ত বোকা-হাবা,—রাণীর লতাকুঞ্জের অনতিদূরে শয়ন করিয়া আছে। পরীরাজ সেই জীবটির মস্তকে একটা গর্দ্দভের মুখস পরাইয়া দিলেন। মুখসটি তাহার মুখে এমনই খাপ্ খাইল যে, তাহা অতি স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অবারণ ভাবিলেন, "এই জীবটিকেই,—মদ-গর্ব্বিতা টিটানিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। জাগ্রত হইয়া ইহার প্রতি চাহিবামাত্র, গর্ব্বিতা-রাণী ইহার অনুরাগিণী হইবে। তখন সুন্দরীর সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিব।"

গর্দ্দভের মুখসটি ধীরে ধীরে পরাইলেও, সেই নির্ব্বোধ হাবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না যে, তাহার আবার এক নূতন শোভা হইয়াছে! তখন সে, পরী-রাণী যেখানে নিদ্রিত ছিলেন, সেই লতামণ্ডপ-অভিমুখে চলিল।

টিটানিয়া চক্ষু মেলিবামাত্র, সেই অপূর্ব্ব জীবটিকে দেখিতে পাইলেন। অমনি পুষ্পরসের গুণ ধরিল। টিটানিয়া সেই কিম্ভুত-কিমাকার বোকা-হাবাটাকেই, অতুল সৌন্দর্য্যময় বোধ করিলেন। বিস্ময়-সহকারে বলিলেন, "আহা, কি সুন্দরমূর্ত্তি! বুঝি ইনি স্বর্গের কোন দেবতা হইবেন!"

অতঃপর প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমাকে যেরূপ রূপবান্ দেখিতেছি, তুমি কি তেমনই বুদ্ধিমান্?"

সেই জীব বলিল, "বিশেষ বুদ্ধি আছে কি না, জানি না। তবে এই বনটা কোনরকমে পার হইতে পারিলে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে বুঝিব।"

প্রণয়-মুগ্ধা রাণী বলিলেন, "না, প্রাণাধিক! বনের বাহিরে যাইবার বাসনা ত্যাগ করো। আমাকে সামান্য পরী ভাবিয়া অবজ্ঞা করিও না। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। আমার সঙ্গে এস। তোমার সেবার জন্য আমি অনেক পরী নিযুক্ত করিয়া দিব।"

টিটানিয়া তখন চারিজন পরীকে ডাকিয়া, তাঁহার নবীন-নাগরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তোমরা এই মধুর মূর্ত্তি, ভদ্র মহোদয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকো। কেহ, ইহাঁর সম্মুখে আনন্দ-উল্লাস করো; কেহ সুস্বাদু ফল আনিয়া দাও; কেহ মধুচক্র হইতে মধু ভাঙ্গিয়া লইয়া আইস।"

অতঃপর সোহাগভরে নব-প্রণয়ীকে কহিলেন, "এস, এস, বঁধু এস। আমার নিকটে ব'স। আমি তোমার এই রোমরাজিপূর্ণ মনোরম গণ্ডস্থল লইয়া ক্রীড়া করি, এবং তোমার এই সুন্দর লম্ব কর্ণ দুটিতে বার বার চুম্বন করিতে থাকি!"



সেই হাবা-বোকা চাষার মরদটা,—তখন প্রণয়-বিমুগ্ধা রাণীর সহিত প্রেমালাপ করা অপেক্ষা,—রাণীর কিঙ্করীগণের উপর প্রভুত্ব করা,—সুখকর ও আনন্দজনক বোধ করিল। সুতরাং সে কাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার মাথা আঁচ্ড়াইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মাছিগুলি তাড়াইয়া দাও। কাহাকে

বলিল, "মধু আহরণ করিয়া আনো। কিন্তু দেখিও, সাবধান!—মধুচক্র ভাঙ্গিয়া মধুস্রোতে যেন তুমি ভাসিয়া যাইও না!"

তারপর আপন মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমার মুখে দেখিতেছি, বিস্তর লোম হইয়াছে। নাপিতের বাড়ী যাইয়া এই সকল পরিষ্কার করিতে হইবে।"

অতঃপর রাণী বলিলেন, "আমার প্রিয়তম, প্রাণাধিক! কি খাইবে বলো? যদি সুরসাল কোন সুস্বাদু ফল ভক্ষণে অভিলাষ থাকে, তো বলো,—আমার কিঙ্করীগণ এখনি তাহা আনিয়া দেয়।"

গর্দ্দভের মুখস পরিয়া,—সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধ গর্দ্দভের আহারের প্রবৃত্তিও পাইয়াছিল। সে বলিল, "ও সকলে আমার রুচি নাই; যদি পারো, তবে কিছু শুক্‌নো মটর আনিয়া দাও। কিন্তু এখন আমার বড় ঘুম আসিতেছে,—তোমার দাসদাসীদিগকে বারণ করিয়া দাও, যেন কেহ আমায় বিরক্ত না করে।"

রাণী বলিলেন, "তবে এস, তুমি আমার এই বাহুতে মস্তক রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাও।—তোমায় আমি কত ভালবাসি, প্রাণাধিক!"

---

(১২)

পরীরাজ অবারণ্ যখন দেখিলেন, রাণীর বাহুলতার মধ্যে সেই জীবটি অবাধে নিদ্রা যাইতেছে, তখন তিনি রাণীর সম্মুখীন হইলেন এবং রাণীর এই অভিনব প্রণয়াসক্তি দেখিয়া, রাণীকে যৎপরোনাস্তি মিষ্ট-ভর্ৎসনা ও শ্লেষ করিলেন।

রাণী আর কি বলিবেন,—লুকাইবার চেষ্টা করাও বৃথা।—কেন না, সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা,—তখন পর্য্যন্তও রাণীর ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে!—প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ তাহার মস্তকও কুসুম-মালায় শোভিত রহিয়াছে!

অবারণ্, রাণীকে খুব শ্লেষ-বিদ্রূপ-উপহাস করিলেন। তারপর সুবিধা বুঝিয়া, মাতৃহীন সেই বালকটিকে পাইবার জন্য জেদ্ দেখাইলেন।

রাজা স্বয়ং, রাণীকে অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেখিলেন;—লজ্জায় ও ঘৃণায় রাণী তখন আর এ সামান্য বিষয়ে অস্বীকার করিতে পারিলেন না,—পরী-রাজকে বালকটিকে দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইরূপে অবারণের বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ হইল;—বালকটিকে তিনি ভৃত্যরূপে পাইলেন। পুষ্পরসের ভাবে রাণীকে এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া, পরীরাজ এখন মনে মনে দুঃখিত হইলেন। রাণীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, তখন তিনি অন্য পুষ্পের রস, রাণীর চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। রাণীর আবার পূর্ব্বদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন সেই গর্দ্দভমূর্ত্তি জীবটির প্রতি চাহিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই পশুমূর্ত্তি হতভাগাটার প্রতি কি রূপে আমি অনুরক্ত হইয়াছিলাম!"

পরীরাজ অবারণ তখন সেই নীরেট মূর্খের মুখ হইতে সেই গর্দ্দভের মুখসটি খুলিয়া লইলেন। হতভাগ্য তখনও নিদ্রা যাইতে লাগিল। কৃত্রিম মুখস উন্মোচিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সেই স্বাভাবিক গর্দ্দভ-মস্তিষ্ক তেমনই রহিয়া গেল।

পরী রাজা ও রাণীর এইরূপে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল। তখন পরীরাজ অবারণ সকল রহস্য প্রকাশ করিলেন, এবং সেই কানন মধ্যস্থ সেই প্রণয়োন্মত্ত যুবক যুবতীদিগের কথা আনুপূর্ব্বিক রাণীকে বলিলেন। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তাহার পরিণাম কি হইল, তাহা দেখিবার জন্য, অবারণ ও টিটানিয়া সেইদিকে গেলেন। চলুন পাঠক পাঠিকে, আমরাও যাই,—ব্যাপারখানা কি, দেখি!

---

(১৩)

অবারণ টিটানিয়া দেখিলেন যে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকদ্বয়,—নবদূর্ব্বাদল-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাদের অনতিদূরে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রণয়িনীদ্বয়ও ঘুমাইতেছেন। পক্ তাহার পূর্ব্বভ্রম দূর করিতে এবার সাধ্য-মত যত্ন করিয়াছিল এবং কৌশলে সকলকে একত্র করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। এখন সে সুযোগ পাইয়া,—তাহার প্রভুর আদেশমত, অন্য পুষ্পের রস, লাইসাণ্ডারের চক্ষে ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার মোহ দূর করিয়া দিল।

হার্ম্মিয়া সর্ব্বপ্রথমে জাগিয়া উঠিলেন। তিনি লাইসাণ্ডারকে পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন, এবং তাঁহার সেই অব্যবস্থচিত্তের কথা ভাবিয়া কিছু আশ্চর্য্যও হইলেন।

লাইসাণ্ডারও নিদ্রাভঙ্গে হার্ম্মিয়াকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মোহ ঘুচিয়াছে; পূর্ব্বদৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়া[illegible]; পূর্ব্ব-জ্ঞানও যথারীতি হইয়াছে;—সুতরাং এক্ষণে হার্ম্মিয়ার প্রতি তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রেম, আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া আসিল। তখন যুবক যুবতী নানা প্রকার প্রণয়-আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, গত রাত্রের ঘটনা সকল বাস্তব কি না। উভয়েরই মনে হইল, বোধ হয়, উভয়েই সেই নিদাঘ-নিশীথে একই রকমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন!

এদিকে ডিমিট্রিয়াস্ এবং হেলেনাও জাগ্রত হইলেন। সুনিদ্রায় হেলেনার বিক্ষুব্ধ-হৃদয় বেশ শান্ত হইয়াছিল। ডিমিট্রিয়াসের প্রণয়ালাপ,—এক্ষণে তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে শুনিতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহার সেই প্রণয়ালাপ,—বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল না।—অকপট হৃদয়ের অকপট ভালবাসা জানাইয়া, উভয়েই উভয়কে সুখী করিলেন।

অতঃপর দুই সখীতেও মিল হইল। [illegible]র্ম্মিয়া ও হেলেনার অসদ্ভাবের আর কোন কারণ রহিল না। তখন সকলে মিলিয়া সুস্থভাবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—কি করিলে সকল দিকে সু-রাহা হয়। পরামর্শে স্থির হইল, [illegible]মিট্রিয়াস্ এথেন্সে গিয়া, হার্ম্মিয়ার পিতা ইজিয়াস্‌কে বলিবেন যে, তিনি [illegible] হার্ম্মিয়ার প্রার্থী নন। তাহা হইলেই ইজিয়াস্‌ও কন্যাকে ক্ষমা করিবেন [illegible] লাইসাণ্ডারের সহিত তাঁহার বিবাহও দিবেন।

এই স্থির হইয়া ডিমিট্রিয়াস্ এথেন্স যাইবার উদ্যোগ[illegible] করিতেছেন, এমন সময় সকলে দেখিতে পাইলেন, ক্রোধমূর্ত্তি ইজিয়াস[illegible] [illegible]ন্বিত, আর অনুসন্ধানার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইতেছেন। ডি[illegible]মিট্রিয়াস্ তখন ইজিয়াস্‌কে একে একে সকল ক[illegible] নিবেদন করিলেন, এবং হার্ম্মিয়ার প্রতি প্রসন্ন হইয়া লাইসাণ্ডারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন।

ইজিয়াসের মন নরম হইল [illegible]। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "ভালো, যে চতুর্থ দিনে, রাজবিধি অনুসারে, অবাধ্য হার্ম্মিয়ার প্রাণদণ্ডের কথা ছিল, সেই দিনে আমি সর্ব্বজন-সমক্ষে লাইসাণ্ডারের করে হার্ম্মিয়াকে অর্পণ করিব!"

অতঃপর ডিমিট্রিয়াসের সহিত হেলেনারও ঐ দিন শুভ-বিবাহ হইবে স্থির

হইল। সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। সকলেই হাসি মুখে, মনের সুখে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরীরাজ অবারণ্ ও পরীরাণী টিটানিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া, এই মিলনদৃশ্য দেখিতেছিলেন, এবং ইহাদের সকলের কথা শুনিতেছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রিয়-অনুচর পকের কৌশলেই নায়ক-নায়িকাগণের পরস্পরের মিলন সংঘটিত হইল, তখন আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। রাজা ও রাণীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নায়ক-নায়িকাগণের এই আনন্দ-মিলন-উপলক্ষে তাঁহারাও আপন রাজ্যে আনন্দোৎসব করিবেন।

এদিকে যথাদিনে, শুভক্ষণে, লাইসাণ্ডারের সহিত হার্মিয়ার,—এবং ডিমি-ট্রিয়াসের সহিত হেলেনার শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে সে দিন সমস্ত পরীরাজ্যেও আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। আমার কথাটিও এইখানে ফুরাইল।

যাঁহারা এই গল্পটি উদ্ভট বলিয়া আস্থা না করিবেন, তাঁহারা নিদাঘ-নিশীথে এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন মনে করিলেই চলিবে। বেশী গরমে তো ঘুম হয়ই না;—তা এমনতর পরীর-স্বপ্ন দেখা মন্দ কি?



তৃতীয় রিচার্ড।

(KING RICHARD THE THIRD.)

(১)

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনেরিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, চতুর্থ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ইঁহারা তিন ভাই। প্রথম রাজা এডওয়ার্ড, দ্বিতীয় জর্জ্জ,—ক্লারেন্সের ডিউক; তৃতীয় রিচার্ড,—গ্লষ্টরের ডিউক। তিন ভা'য়ে কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতেন না,—কাহারও প্রতি কাহার এতটুকু মমতাও ছিল না। এই মমতা না থাকিবার এবং বিশ্বাস না করিবার কারণ এই,—রাজ্যলাভের জন্ত পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিতে পারেন। বিশেষ, এক পিশাচসিদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া, এডওয়ার্ড বড়ই উৎকণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। সে ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্ম এই,—যাহার নামের আদ্যক্ষর "জি", সেই ব্যক্তি রাজাকে হত্যা করিয়া রাজ-সিংহাসন লাভ করিবে। অধিকন্তু রাজার সন্তানগণও তৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এখন এই গণনায় বিশ্বাস করিয়া, রাজা এডওয়ার্ড যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমেই তিনি দ্বিতীয় ভ্রাতা—জর্জ্জকে কারারুদ্ধ ও বন্দী করিলেন। কারণ ইঁহার নামের আদ্যক্ষর "জি"।

ঘটনা যখন এইরূপ দাঁড়াইল, তখন তৃতীয় রাজভ্রাতা—গ্লষ্টরের ডিউক—রিচার্ড,—একদিন লণ্ডনের রাজপথে একাকী দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতে-ছিলেন,—

"ইয়র্কের অশান্তি-শীত গিয়াছে,—সুখ-শান্তিময় বসন্ত আসিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সমস্ত বিপদ-মেঘ—যাহা আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল, তাহা আর এখন নাই। আমাদের কপোলদেশ জয়-মাল্যে শোভিত হইয়াছে। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের ঢক্কাধ্বনি,—এখন প্রমোদ-সভায় পরিণত। সুমধুর বাঁশরীরবে এবং উৎসবময় নৃত্যগীতে,—এখন সমগ্র দেশ শান্তিময়।——কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে এ সব কিছুই নাই। অমল-ধবল-উজ্জ্বল মুকুরে হাসি-মুখ দেখিতে আমি সৃজিত হই নাই। প্রেমের মহিমা আমাতে নাই,—সুতরাং রমণী-সমাজে প্রীতিলাভ করিবার আশাও আমার নাই। হায়! আমি দেহের লাবণ্যে বঞ্চিত, চতুর স্বভাবদ্বারা গঠিত,—এবং প্রকৃতিকর্তৃক কুৎসিত আকার প্রাপ্ত হইয়া অতি নিষ্ঠুররূপে অনুশাসিত। এই অসম্পূর্ণ—কদাকার দেহে,—পিঠে একটি কুঁজ ধারণ করিয়া, যখন আমি খোঁড়াইয়া দাঁড়াই, তখন কুকুরগুলা অবধি ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। সময় ক্ষেপণে আমার আনন্দ নাই, শান্তি নাই। কেবল সূর্য্যের ছায়ায় নিজ প্রতিবিম্ব দেখি এবং তাহা লইয়াই যাহা কিছু আলোচনা করি। হায়! আমার এ দুঃখের সীমা নাই, শেষ নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রিচার্ড বা গ্লষ্টর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—

"সংসারের সকল উৎকৃষ্ট বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া, আমি দুরাত্মা দুর্ব্বৃত্ত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি। যে অব্যর্থ দুরভিসন্ধি আমার মনে জাগিতেছে, তাহা অবশ্যই আমি কার্য্যে পরিণত করিব। ইহার আরম্ভ ভীষণ, সমাপ্তিও ভীষণ। অগ্রে এডওয়ার্ড ও ক্লারেন্সের মধ্যে বিধিমতে বিবাদ বাধাইয়া দিই, তার পর অন্য কথা। এডওয়ার্ড যেমন সত্যবাদী, ন্যায়বান ও সরল, আমি তেমনি মিথ্যাবাদী, দুষ্টবুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতক।—"জি" আদ্যক্ষর বিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজা ও রাজ-উত্তরাধিকারীর প্রাণনাশ করিবে!—থাক্, এ চিন্তা এখন মনোমধ্যে থাক্,—ক্লারেন্স আসিতেছে।

(সশস্ত্র সৈনিকবেষ্টিত জর্জ্জ বা ক্লারেন্সের প্রবেশ।)

রিচার্ড ওরফে গ্লষ্টর যেন কিছু না জানিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "কি হে ভায়া, এরূপভাবে—সৈন্যগণ বেষ্টিত হইয়া আসিবার কারণ কি?"

ক্লারেন্স বলিলেন, "রাজার হুকুম।"

গ্লষ্টর। কেন,—কারণ?

ক্লারেন্স। কারণ—আমার নাম জর্জ্জ।

গ্লষ্টর। যদি তোমার 'জর্জ্জ'-নামে দোষ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমার এই নাম রাখিয়াছিল, তাহারও এইরূপ দণ্ড পাওয়া উচিত। না হে না,—রাজার অন্য কোন মতলব আছে।—বোধ হয়, দুর্গমধ্যে তোমার নূতন নামকরণ হইবে।

ক্লারেন্স এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। গ্লষ্টর পুনরায় বলিল,

"কি জানো ভাই, দোষ রাজার নয়,—রাণীর। তিনিই রাজাকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তিনি ও তাঁর ভাই,—হেষ্টিংস্ নামে আর এক ভদ্রলোককেও এইরূপ বিনাদোষে কারাগারে পাঠাইয়াছিলেন। সুকৃতিবলে নির্দ্দোষ হেষ্টিংস্ আজ মুক্তি পাইয়াছেন।—ভাই ক্লারেন্স! আমাদের আর পরিত্রাণ নাই,—পরিত্রাণ নাই।"

ক্লারেন্স। যদি পরিত্রাণের কথা বলিলে,—তবে সে পথে কেহই নাই। যা আছেন,—রাণীর কুটুম্বগণ এবং মাননীয়া শ্রীমতী সোর মহাশয়ার দূতগণ!

(এই সোর,—রাজার এক উপপত্নী।)

গ্লষ্টর এ কথার বিশেষ পোষকতা করিয়া কহিল, "ভাই! যা ব'লেছ,—এ যাত্রা সোর সুন্দরীর প্রিয়-ভৃত্য হইয়া থাকিতে পারিলেই মঙ্গল,—নচেৎ নয়। কথাটা ক্রমে চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়িতেছে।"

যাহারা ক্লারেন্সকে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিল, "মহাশয়! ক্ষমা করিবেন, রাজার আদেশ আছে, এরূপ কোন কথাবার্ত্তা না হয়।"

চতুর গ্লষ্টর কথাটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "না হে না,—বুঝিতেছ না, আমরা কি বলিতেছি?—বলিতেছি, রাজা জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মাননীয়া দ্বিতীয়মহিষী,—ন্যায়পরায়ণা ও দয়ার্দ্রহৃদয়। হিংসা, দ্বেষ তাঁহার কিছুই নাই। কি সুন্দর তাঁহার চরণ, কি সুন্দর তাঁহার ওষ্ঠাধর, কি সুন্দর তাঁহার কথাবার্ত্তা! রাণীর আত্মীয়াগণও অতি ভদ্রমহিলা,—আপনি কি এসব অস্বীকার করেন?"

সেই ব্যক্তি পুনরায় বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়! আমরা হুকুমের চাকর,—আমাদের সহিত এ সকল কথা আলোচনা করিবেন না,—এ সব বিষয়ে আমরা কিছু খবরও রাখি না।"

এবার ক্লারেন্স বলিলেন, "আপনার কার্য্যভার আমি জানি। অবশ্য, আপনার কথানুসারে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা রাণীর ঘৃণার পাত্র,—ক্রুতদাসস্বরূপ।"

অতঃপর গ্লষ্টরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! বিদায়।"

গ্লষ্টর। আমি এখনই রাজার কাছে যাইব। যুক্তি-তর্কেই হউক আর অনুনয়-বিনয় করিয়াই হউক, তোমাকে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইব। দেখ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ দুঃখ, আমার কিছুতেই সহিবে না।

ক্লারেন্স এই সহানুভূতিসূচক কথায় আর্দ্র হইলেন। অশ্রুসিক্ত হইয়া আবেগভরে কহিলেন, "বুঝিলাম, আমার এই অযথা কারাদণ্ডে সকলেই দুঃখিত।"

গ্লষ্টর। ভাই! তোমাকে অধিকদিন এই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না। আমি যেরূপে পারি, তোমায় মুক্ত করিব,—তোমার জন্য নিজেকে কারাবাসী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার। আপাততঃ তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো।

ক্লারেন্স। আমি অবশ্যই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব।——বিদায়।

ক্লারেন্সকে লইয়া লোকজনেরা প্রস্থান করিল।

এইবার দুর্ম্মতি গ্লষ্টর মনে মনে বলিতে লাগিল,—

"যাও,—যে পথে যাইতেছ, আর যেন ফিরিতে না হয়! হায়, ক্লারেন্স কি নির্ব্বোধ ও বিষয়বুদ্ধিহীন!—ক্লারেন্স, তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে, শীঘ্রই তোমার আত্মাকে আমি স্বর্গে প্রেরণ করিতেছি!——এখানে আবার ঐ আসিতেছে কে? নূতন কারামুক্ত হেষ্টিংস্ না?"

হেষ্টিংস্ সেই স্থানে আসিয়া, রাজভ্রাতা গ্লষ্টরকে সম্ভ্রমসূচক অভিবাদন করিলেন। গ্লষ্টরও প্রতি-অভিবাদন করিয়া কহিল, "আসুন আসুন, এখন স্বাধীনতার মুক্তবাতাসে আসুন। বন্দীদশায় কিরূপ ছিলেন বলুন দেখি?"

হেষ্টিংস্। প্রভো! বন্দিগণ যেমন ধৈর্য্যসহকারে থাকে, আমিও সেই ভাবে ছিলাম। যাঁহারা আমার কারাবাসের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ।"

গ্লষ্টর স্মিতমুখে বলিল, "সন্দেহ নাই,—সন্দেহ নাই। শুনিয়া থাকিবেন, আজ প্রিয়-ভ্রাতা ক্লারেন্সেরও আপনার ন্যায় দশা হইয়াছে।"

হেষ্টিংস্। অতি দুঃখের বিষয়। সময়গুণে এখন এই রকমই হইতে চলিল।—ঈগল পক্ষী বন্দী হইবে, আর চীল শকুনি প্রভৃতি ইতর পক্ষিগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া শিকার করিবে।—সকলই কালের স্বধর্ম্ম!

গ্লষ্টর। যাক্ ওকথা,—এখন আর-আর সংবাদ কি বলুন?

হেষ্টিংস্। অন্য খবর আর কিছু নাই,—রাজা বড় পীড়িত। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল,—রোগ নানাপ্রকার। চিকিৎসকও এজন্য চিন্তিত।

গ্লষ্টর। অতি দুঃসংবাদ, সন্দেহ নাই।—তিনি কি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছেন?

হেষ্টিংস্। হাঁ।

গ্লষ্টর। আপনি অগ্রসর হউন, আমি একটু পরে যাইতেছি।

হেষ্টিংস নামে সেই ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন।

গ্লষ্টর ভাবিতে লাগিল, "অতি সুসংবাদ! আমার আশা হয়, রাজা এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ক্লারেন্সকে স্বর্গে পাঠাইতে পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত তাঁর মরা হইতেছে না। আমি রাজার কাছে যাইব,—ক্লারেন্সের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও সন্দেহ আরও উদ্রিক্ত করিব। এ বিষয়ে অকাট্য-রকম প্রমাণও দিতে হইবে। ক্লারেন্স মরিলে, ঈশ্বর রাজাকেও লইবেন। তখন আমার কি সুখের দিন আসিবে!—মনের সাধে তখন আমি ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিব। পৃথিবী তখন আমার নন্দন-কানন হইবে। রাজা হইয়া আমি মেরী-ওয়ার-উইকের কনিষ্ঠকন্যাকে বিবাহ করিব। সে বিবাহ ভালবাসার জন্য নহে,—আমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। দূর হোক,—আমি এ কি বল্‌চি,—এ যে গাছে না উঠ্‌তে গোঁফে তেল!—ক্লারেন্স এখনও জীবিত,—এডওয়ার্ড এখনও জীবিত,—আর আমি এই সব ভাব্‌চি? অগ্রে কার্য্যোদ্ধার করি, তার পর লাভ-লোকসান খতিয়ান করিব।"

পাপিষ্ঠ এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল।

---

(২)

এদিকে ষষ্ঠ-হেনেরির শব-দেহ লইয়া, তাঁহার পুত্রবধূ অভাগিনী এন্,—শোকবসন পরিয়া, লোকজন সমভিব্যাহারে, বিলাপ করিতে করিতে চলি-

য়াছেন। এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বেই, এনের স্বামীকে গ্লষ্টর নিহত করিয়াছে। এখন সেই রোরুদ্যমানা অনাথিনীর সহিত গ্লষ্টরের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল, তাহার একটু পরিচয় দিব।

শবদেহ কফিনে লইয়া, শব-বাহকেরা চলিয়াছে, লেডী এন্ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"তোমরা এই পুণ্যময় ভার নামাও। ইহাঁর আত্মার প্রীত্যর্থে,—আমি কিছুক্ষণ শোকাশ্রু বর্ষণ করি।——হে রক্তহীন দেহ! হে লাবণ্যহীন বিবর্ণ মূর্ত্তি! হে রাজবংশের অবশিষ্ট স্মৃতি! তোমার এই শোকাবহ মৃত্যুতে, আমি অরুন্তুদ ক্রন্দনে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করি! যে পিশাচ তোমাকে হত্যা করিয়াছে, তাহার অনন্ত নরক হউক। যে নরঘাতী নিষ্ঠুর এই ভীষণ কাজ করিয়াছে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে অভিশপ্ত করি,—তাহার সর্ব্বনাশ হউক। যদি তাহার সন্তান থাকে, সে সন্তান বিকৃত-দেহ পিশাচ-আকৃতি হউক। তাহার সে বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, যেন তাহার পিতামাতাও ভয় পায়। তাহার বংশে বাতি দিতে কেহ যেন অবশিষ্ট না থাকে!"

এই সময়ে গ্লষ্টর সেখানে উপস্থিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "শব-বাহকগণ! থামো, থামো, অপেক্ষা করো।"

গ্লষ্টরকে দেখিয়াই,—ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে ও ঘৃণায়,—লেডী এনের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। এন্ মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন,

"এ পিশাচকে এ সময়, কোন্ যাদুকর এখানে আহ্বান করিল?"

গ্লষ্টর পুনরায় শব-বাহকগণকে দাঁড়াইতে বলিল। ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে কহিল, "অবাধ্য কুক্কুরগণ! দাঁড়া,—আমার আদেশ পালন কর্। নচেৎ এখনি তোদিগকে পদাঘাত করিব ও যমালয়ে পাঠাইব।"

শববাহকগণ ভয়ে শবদেহ নামাইল। লেডী এন্ বলিলেন,

"তোমরা ভয়ে কাঁপিতেছ কেন?—অথবা তোমাদের দোষ নাই।—নরচক্ষে তোমরা পিশাচের দৃষ্টি কিরূপে সহ্য করিবে? (গ্লষ্টরের প্রতি) দূর হ,—নরকের প্রেত! মানুষের দেহের প্রতিই তোর যা ক্ষমতা,—আত্মার প্রতি নহে!—দূর হ পিশাচ!"

পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর,—এই ভর্ৎসনা, একটুও গায়ে না মাখিয়া, স্মিতমুখে বলিল,

"হে সুর-সুন্দরি! দোহাই তোমার,—রাগ করিও না।"

এন্ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ,—তুমি এখানে থাকিয়া আর আমাদের যন্ত্রণা বাড়াইও না!—হায়! তুমি এই সুখশান্তিময় পৃথিবীকে নরক করিয়াছ! তুমিই ইহাকে আর্ত্তস্বরে পূর্ণ করিয়াছ! দেখ,—নয়ন মেলিয়া দেখ,—তোমার কীর্ত্তির ধ্বজা!—দেখ দেখ, মৃত হেনেরির দেহ হইতে রক্তপাত হইতেছে! অহো, কি লজ্জা,—কি ঘৃণা! তোমার আগমনেই এই অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইল! যে দেহে আদৌ রক্ত নাই,—যে শিরা এক্ষণে নিষ্ক্রিয়,—তাহা হইতেই এই সদ্যোরক্ত নিঃসৃত হইল!—পিশাচ, তোর অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেই এই অস্বাভাবিক কার্য্যের উৎপত্তি!——হে ঈশ্বর! যে এই পুণ্যবান্ রাজাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রতিশোধ দাও। হে বসুন্ধরে! তুমি আজ যে রক্তে রঞ্জিত হইয়াছ, তাহার প্রতিবিধান করিও! হে স্বর্গ! তুমি এই নর-ঘাতককে বজ্রাঘাতে চূর্ণ করো। ধরিত্রি, সেই মহাপাপীকে গ্রাস করো!"

গ্লষ্টর। হে সুন্দরি! ক্রোধ করিও না,—করুণা করো। দেবি! করুণার বলে অভিশাপও আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়।

এন্। পিশাচ, ইহা কি তোর অন্তরের কথা? তোর হৃদয়ে কি একটুকুও করুণা আছে? বুঝিলাম, তুই পশুবিশেষ—না, না, পশুতেও যে দয়া জানে, তুই তাহাও জানিস না।

গ্লষ্টর। না, সুন্দরি! আমি কিছুই জানি না,—সুতরাং পশুও নই।

এন্। কি আশ্চর্য্য! পিশাচেও কেমন সত্য কথা বলে!

গ্লষ্টর। অধিক আশ্চর্য্য,—দেবীতে যখন এইরূপ রাগ করেন! সত্য বল্‌চি,—হে আদর্শ রমণি! আমার প্রতি ইহা তোমার অবৈধ দোষারোপ মাত্র! আমি প্রমাণ দিতেছি,—দয়া করিয়া শুনুন।

এন্। পিশাচ! তোর প্রমাণ-বাক্য শুনিব? কেন,—অভিশাপ দিব বলিয়া? হতভাগ্য, গলায় দড়ি দিয়া মর্!

গ্লষ্টর। আমি তোমার শ্বশুর প্রভৃতিকে হত্যা করি নাই।

এন্। তবে তাঁহারা জীবিত আছেন,—বলিতে চাও?

গ্লষ্টর। না,—এডওয়ার্ডের হস্তে তাঁহারা নিহত হইয়াছেন।

এন্। মিথ্যাবাদী! এখনও মিথ্যা বলিস্? তোর রক্ত-কলুষিত-হস্ত,—স্বয়ং রাণী মারগারেট দেখিয়াছেন!—তবে তোর ভ্রাতাগণও সে পাপ-স্থানে উপস্থিত ছিল বটে।

গ্লষ্টর। আমারই দুরদৃষ্ট,—সকল দোষ এখন আমার স্কন্ধে অর্পিত।

এন্। কি, তুই রাজাকে হত্যা করিস্ নাই?

গ্লষ্টর এ কথা মানিয়া লইয়া বলিল, "যাই হোক, তিনি উপযুক্ত স্থানে গিয়াছেন,—স্বর্গে তাঁহার বাসস্থান হইয়াছে।"

এন্। তা তুই নিশ্চয়ই সে স্থানের উপযুক্ত নোস্।

গ্লষ্টর। তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দাও যে, আমি অমন স্থানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি!

এন্। কিন্তু একমাত্র নরক ব্যতীত, তোর স্থান এ ত্রিভুবনে নাই।

গ্লষ্টর। হাঁ সুন্দরি, আর একটি স্থানে আছে।

এন্। কোথায়?

গ্লষ্টর। তোমার শয়ন-কক্ষে!

এইরূপে সেই মহাপাপীর রঙ্গ-রসিকতা চলিতে লাগিল। শেষ পাপিষ্ঠ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "সুন্দরি! তোমার অনুপম রূপরাশিই আমাকে এই ভীষণ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে। যে যাইবার, সে গিয়াছে,—এখন এই প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করো!—তোমার ঐ কুসুম-কোমল-বক্ষে আমাকে ক্ষণেকের জন্যও স্থান দাও! তোমার প্রেমময় মুখ দেখিয়া, আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইব।"

এন্। হায়! তোর পাপ বাসনা পূর্ণ করিব? তোর এই ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইব? তাহাপেক্ষা যেন আমার দেহ অঙ্গারময় হইয়া যায়!

গ্লষ্টর। না সুলোচনে! এমন কথা বলিও না। তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে না পারিলে, আমি প্রাণে বাঁচিব না।

এন্। প্রাণে বাঁচিয়া কাজ কি?—তোমার মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়।

গ্লষ্টর। সুভাষিণী! আর আমায় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিও না,—আমি একান্তই তোমারি।

এন্। প্রতিহিংসাই আমার ব্রত;—কতদিনে আমার সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে?

গ্লষ্টর। ছি, প্রেমময়ি! যে তোমাকে চায়,—যে তোমাকে ভালবাসে, তাহার সহিত কি এরূপ বিবাদ সাজে?

এন্। বিলক্ষণ সাজে,—যে আমার স্বামীকে নিহত করিয়াছে, তাহার সহিত আমি আবার ভদ্র-ব্যবহার করিব কি!

গ্লষ্টর। তবু সুবদনি,—আমার মুখ চাহিয়া!—এক স্বামী গিয়াছে, অন্য যোগ্যতর স্বামী হইবে।

পাপিষ্ঠ আপনাকে ভাবী-স্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। শুনিয়া এন্, তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন।

বেহায়ার তাহাতেও লজ্জা হইল না,—কহিল, "দেখ, তোমার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি! তুমি যত বলো, যত তিরস্কার করো,—আমি কিছুতেই তোমার আশা ছাড়িতে পারিব না। তোমার এই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যদি আমায় মরিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ,—তথাপি আমি এখান হইতে নড়িব না। এই আমি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলাম; এই আমি বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া রহিলাম;—আমার এই অসি গ্রহণ করো; যদি আমার বাসনা পূর্ণ করো—ভালোই, নচেৎ এই অস্ত্রে আমার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দাও।—না, ভূতলে নিক্ষেপ করিও না,—পুনরায় ঐ অসি গ্রহণ করো।—হয়,—আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার জীবনদান করো,—নয়, আমার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দাও।"

এন্। না, যদিও তোমার নিধন আমার প্রার্থনীয়, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিব না।

গ্লষ্টর। তবে অনুমতি দাও, আমি আত্মহত্যা করিয়া, সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাই?

এন্। স্বচ্ছন্দে।

গ্লষ্টর। বলো,—বলো শুভাষিণি! আবার বলো—তোমার ঐ চাঁদ-মুখে ঐ শেষ মধুর বাণী শুনিতে শুনিতে, যেন আমি এ পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারি! কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও, উপস্থিত মুহূর্ত্তে, তোমার একজন প্রকৃত প্রণয়প্রার্থী—প্রেমাস্পদ, ইহলোক পরিত্যাগ করিল!

এন্। আমি তোমার কোন কথা বিশ্বাস করি না।

গ্লষ্টর। এখনও [illegible] —প্রেমময়ি! মানুষের অস্তিত্বই তবে ভ্রম!

গ্লষ্টর যেন সত্য [illegible] সেই শাণিত অসি আপন বক্ষে বসাইয়া দেয়,—এইরূপ ভাব দেখা[illegible]

কি ভাবিয়া এ[illegible] বলিল, "থাক্ থাক্, আর আত্মহত্যায় প্রয়োজন নাই।"

গ্লষ্টর। তবে বলো, [illegible]মাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল?

এন্। তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে।

গ্লষ্টর। তবে আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে বাঁচিতে পারি?

এন্। সকল মানুষই এইরূপ বাঁচিয়া থাকে।

গ্লষ্টর মনে মনে বলিল, "এতক্ষণে আমায় মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে!—রমণি! পুরুষের হাত হইতে তুমি নিস্তার পাইবে?"

শেষ, পাপিষ্ঠ কৌশলে, এনের অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল। কি জানি কেন, এন্ও তখন আর আপত্তি করিল না,—উপরন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হইল, এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায়গ্রহণ করিল।

এদিকে শব-দেহ লইয়া বাহকগণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

তখন মহাপাপ গ্লষ্টর বুক ফুলাইয়া বলিতে লাগিল, "হায় অসার রমণী! এই তোমার গর্ব্ব,—এই তোমার তেজ! এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি তোমাকে হস্তগত করিলাম! তোমার অভিশপ্ত রসনা, অশ্রুসিক্ত চক্ষু, শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয়,—দণ্ডেকের মধ্যে আমি জয় করিয়া লইলাম!—হায়! আজ পূরা তিনমাসও গত হয় নাই,—আমি স্বহস্তে তোমার প্রিয়তম স্বামীর প্রাণবধ করিয়াছি,—তোমার বৈধব্য-দশা ঘটাইয়াছি,—আর আজ এই শোকাবহ ঘটনার মধ্যেই তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া লইলাম!—হা অসার রমণী-হৃদয়! তেমন স্বামী,—সেই জ্ঞানী, গুণী, সুদর্শন যুবরাজকে ইতিমধ্যেই তুমি বিস্মৃত হইলে! আমার একটুখানি কাতরতা দেখিয়া, দুটা কথার মার-পেচ শুনিয়া,—তুমি অনায়াসে আমার হইলে! ভালোই হইল,—অতঃপর তোমাকে লইয়া, আমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিব।—যাই,—এখন যাই, উত্তম উত্তম বেশ-ভূষায় আবৃত হইয়া, আমার এ কুৎসিত

কদাকার দেহ লুকাইয়া ফেলি।——হে দিবাকর ... এইরূপে উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতে থাকো,—যতক্ষণ না আ... কখানি দর্পণ ক্রয় করিয়া আনি,—ততক্ষণ এইভাবে থাকো। আমি ... আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইব।—তবে আমি কুৎসিত বা কুব্জ-পৃ... —হা অকিঞ্চিৎকর রমণী-প্রেম!"

---

(৩)

রাজা এডওয়ার্ডের পত্নী রাণী এলিজাবেথ্ দুইজন ভদ্রলোকের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

প্রথম ভদ্রলোক। ভদ্রে, মাননীয় রাজা শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন,—তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। হাঁ, আপনি চিন্তিত হইলে, ফল মন্দ হইতে পারে। আপনি যথারীতি আমোদ-আহ্লাদ করুন এবং সরস মধুর কথায় তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখুন। তিনি যেন বুঝিতে পারেন,—তাহার রোগ সামান্য,—এবং তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন।

এবার রাণী বলিলেন, "আচ্ছা,—ঈশ্বর না করুন, যদি তাঁহার অশুভ হয়, তাহাহইলে আমার কি হইবে, বলো দেখি?"

প্রথম ভদ্রলোক। এরূপ রাজা গেলে এমন রাজা আর হইবে না।

রাণী। সকল বিষয়েই বিশেষ ক্ষতি হইবে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যাই হোক, ঈশ্বর আপনাকে এক বিষয়ে সুখী করিয়াছেন,—তখন আপনার প্রিয়তম পুত্রই আপনার সান্ত্বনার স্থল হইবে।

রাণী। হায়, পুত্রটি আমার অপরিণতবয়স্ক,—বালকমাত্র। গ্লষ্টরই তাহার রক্ষক এবং অভিভাবক হইবেন। কিন্তু গ্লষ্টর কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট নন।

প্রথম ভদ্রলোক। ইহা কি ঠিক হইয়া গিয়াছে?

রাণী। হাঁ, মনে মনে হইয়াছে বটে, তবে কথাটা এখনও পাকা হয় নাই। রাজা যদি ভুল বুঝেন, তবে ইহাই হইবে বটে।

এই সময়ে আরও দুইটি ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা

রাজাকে দেখিয়া আসিতেছেন,—তাহাও বলিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?"

প্রথম। ভালোই দেখিলাম।

রাণী। তাঁহার সহিত কোন কথাবার্ত্তা হইল কি?

প্রথম। হাঁ, মাননীয় গ্লষ্টর ও আপনার ভ্রাতার সম্বন্ধে দুই এক কথা হইল। তাঁহারা সেখানে আহূত হইয়াছেন।

গ্লষ্টরকে সকলেই ভয় করিত,—মনে মনে ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধাও করিত। উপস্থিত সকলের মধ্যে গ্লষ্টর সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও হইল।

এই সময় গ্লষ্টরও সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,

"কেন যে লোকে আমার কথা লইয়া এত কাণাকাণি করে, বুঝিতে পারি না। আমি যেন কার্ কি করিয়াছি! রাজার কাছে কেবলই লাগালি-ভাঙ্গানি,—এই তো চলিতেইছে। তা যে যত পারে বলুক, আমার তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। আমি তো মুখে হাসি—হৃদে বিষ লইয়া লোকের মন-রাখা কথা বলিতে পারি না;—তোষামোদপূর্ণ কথায় তো আমি লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারি না;—সাফ্ সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া ফেলি,—কাজেই আমাকে কেহ পছন্দ করে না। ভাণ যে আমি আদৌ জানি না,—কাজেই ভাণময় সংসারে সকলকে লইয়া আমি মানাইয়া চলিতে শিখি নাই।"

রাণীর ভ্রাতা উত্তর করিলেন, "তা যাই বলুন, লোকে কিন্তু আপনাকেই দোষী করে।"

গ্লষ্টর। হাঁ, তোমার মত লোক তো, তা করিবেই। ভালো,—জিজ্ঞাসা করি, তোমার আমি কি অনিষ্ট করিয়াছি,—তোমার সহিত কি দুর্ব্যবহার করিয়াছি?—হে রাজার "বড়-কুটুম্ব" মহাশয়! আপনি মনে মনে যাই ভাবুন,—ঈশ্বর কিন্তু রাজাকে এ যাত্রা রক্ষা করিবেন।

এ কথায় রাণী কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি কিছু শক্ত শক্ত কথা গ্লষ্টরকে শুনাইয়া দিলেন।

গ্লষ্টর বলিল, "হাঁ, তা তো জানাই আছে,—আমার প্রিয় ভ্রাতা ক্লারেন্স, আপনাদের জন্যই, আজ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন! রাজাকে বলিয়া, তাঁহার মন ভাঙ্গাইয়া, আপনারাই আমার ভাইকে বন্দী করিয়াছেন!"

রাণী এবার দুঃখের সহিত বলিলেন, "না গ্লষ্টর, এমন কথা বলিও না। বরং আমি ক্লারেন্সের স্বপক্ষে রাজাকে অনেক বলিয়াছি। তুমি অযথা আমার নিন্দা রটাইও না।—নিজ মন দিয়া অন্যের দোষ দেখিও না।"

গ্লষ্টর। হেষ্টিংসের কারাদণ্ডের কারণও কি আপনি নন ?

দুইজনের খুব কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষ রাণী বলিলেন, "ভালো, আমি রাজাকে তোমার এই সকল ধৃষ্টতার কথা বলিয়া দিব। তুমি যা-না-তাই বলিয়া, নানারূপ রূঢ় কথায় আমাকে ব্যথিত ও অপদস্থ করিতেছ।—আমি বরং পাড়াগাঁয়ে গিয়া দাসীবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইব, তথাপি এমন হিংসা-দ্বেষ-পূর্ণ অশান্তিময় রাণীগিরিতে আমার কাজ নাই।"

এই সময় ষষ্ঠ হেনেরির বিধবা পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের এই ঘরাও-ঝগড়ায় মনে মনে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিলেন। শেষ নিজেই রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গায়ের ঝাল মিটাইলেন। গ্লষ্টরকে "পিশাচ", "নরকের কীট" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিলেন, এবং রাণী এলিজাবেথকে "আমার ভাগ্যে ভাগ্যবতী", "গর্ব্বিতা" প্রভৃতি আখ্যা দিলেন। এই সময় গ্লষ্টর, রাণী প্রভৃতি সকলে একজোট হইলেন। গ্লষ্টর সেই মর্ম্মাহতা বিধবাকে বেশ দু'-কথা শুনাইয়া দিল। ষষ্ঠ হেনেরির সেই অভাগিনী বিধবা-পত্নী,—তখন গ্লষ্টরের বিরুদ্ধে সকলকে বলিলেন, "হায়! তোমরা বুঝিতেছ না, কাহার স্বপক্ষে কি কথা বলিতেছ! নির্ব্বোধগণ, এমন একদিন আসিবে, যেদিন তোমরা বুঝিতে পারিবে, এই পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর তোমাদের প্রতি কি নির্ম্মম ব্যবহার করিতেছে! তখন তোমরাও আমার মত এই নারকীয় পিশাচকে অভিশপ্ত করিবে।"

গ্লষ্টর,—সেই দুর্ভাগ্যবতী বিধবা রাণীর কোন কথাই গায়ে মাখিল না। বরং সকলের সাক্ষাতে এরূপ মন-ভাব দেখাইল, যেন সে, কতই সাধু! সকলকে বলিল, "আচ্ছা, যাহাদের আর কোন উপায় নাই, তাহারা দুইটা রূঢ়কথা বলিয়া মনোদুঃখ দূর করে—করুক।—আমি উচ্চ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—উচ্চ ব্যক্তির সঙ্গেই আমার বিবাদ সম্ভবে। এরূপ অক্ষম ও দুর্ব্বল রমণীর সহিত বিবাদ করায় আমার ইষ্ট কি? তোমাদিগকেও বলি,—মৃত হেনেরির এই হতভাগিনী বিধবা রাণীর এইরূপ পরুষ ব্যবহারে, কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইও না।"

এই সময় রাজা এডওয়ার্ডের আহ্বানে, গ্লষ্টর ব্যতীত, আর সকলে প্রস্থান করিল। গ্লষ্টর তখন ভাবিতে লাগিল,

"কেমন চাল চালিয়াছি! সকলকে একেবারে 'থ' করিয়াছি। কার সাধ্য আমার মনের ভাব বুঝিতে পারে! ক্লারেন্সের প্রতি আমার কতদূর স্নেহ, তাহাও উহারা বুঝিল। বুঝিল যে, তাহার কারাদণ্ডের জন্য আমি যার-পর-নাই কাতর। বাড়ার ভাগে, ক্লারেন্সের কারাদণ্ডজনিত অপরাধ,—সমস্তই উহাদের ঘাড়ে চাপাইলাম। আমার এ গূঢ় মতলব, এ উদ্ভট ফন্দি,—উহারা কি বুঝিবে? বাইবেলের দুই চারিটা গৎ আওড়াইয়া, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া, বাহিরে আমি একটি ঋষি সাজিলাম,—কিন্তু অন্তরে ভীষণ কালানল সঞ্চিত করিয়া রাখিলাম!—আমার কার্য্যাবলীর রহস্যভেদ উহারা করিবে?—নির্ব্বোধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূর্খ জীবগণ!——যাক্, ঐ সেই ঘাতকদ্বয় আস্‌চে,—এখন আসল কাজ শেষ করি।"

দুইজন নরঘাতক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। গ্লষ্টর বলিল, "কেমন তোমরা স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছ তো? আমার আদেশ পালন করিতে পারিবে তো?"

প্রথম ঘাতক বলিল, "হাঁ প্রভু, আমরা ঠিক হইয়া আসিয়াছি। এখন সেই কারাগৃহে যাইবার নিদর্শন-পত্র আমাদিগকে দিন।"

পিশাচ-অবতার গ্লষ্টর হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিল, "বড় সুখী হইলাম। এই লও,—নিদর্শন-পত্র। ঝটিতি কার্য্য শেষ করিও। মনে এতটুকুও দ্বিভাব রাখিও না,—মায়া-মমতা-স্নেহ সকলই দূর করো। ক্লারেন্স বড় মধুরভাষী; তাহার কোন কথা শুনিও না;—তাহার কাতরতায় গলিও না।"

পিশাচের হাসি হাসিয়া, প্রথম ঘাতক বলিল, "প্রভু, কিছু ভাবিবেন না,—কিছু ভাবিবেন না,—ইহাই আমাদের কাজ। কিঞ্চিৎ পরেই সব বুঝিবেন। আমরা কাজ জানি,—কথা জানি না।"

ঘাতকদ্বয় গ্লষ্টরকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

---

(৪)

রাত্রিকাল। কারা-কক্ষে বসিয়া দুর্ভাগ্য ক্লারেন্স মর্ম্ম-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। পার্শ্বে কারা-রক্ষক ব্রাকেন্‌বারি বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে-

ছেন। ব্রাকেন্‌বারি বলিলেন, "প্রভু, আজ আপনাকে এত চঞ্চল ও কাতর দেখিতেছি কেন ?"

ক্লারেন্স। গত নিশিতে ভীষণ এক স্বপ্ন দেখিয়া মন বড় খারাপ হইয়াছে।

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া স্নেহস্বরে ব্রাকেনবারি কহিলেন, "কি সে স্বপ্ন,—জানিতে পারি কি ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্লারেন্স বলিলেন, "বড় ভীষণ—ভয়াবহ সে স্বপ্ন। মনে করিলেও, শরীর শিহরিয়া উঠে।——যেন আমি এই কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জাহাজে উঠিয়াছি,—দেখিলাম, আমার ভ্রাতা গ্লষ্টরও আমার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। আমরা দুইজনে এক কক্ষে ছিলাম। গ্লষ্টর বলিলেন, 'এস, ডেকে বেড়াই।' ডেকে ভ্রমণ করিতে করিতে, ইংলণ্ডের পানে চাহিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে অতীতের কত কথাই স্মরণ করিতেছি,—এমন সময় গ্লষ্টর হোঁচট খাইয়া, ডেকে পড়-পড় হইয়া, আমাকে এক ধাক্কা মারিয়া, সেই ভীষণ সমুদ্রবক্ষে ফেলিয়া দিল। আমার সে সময়কার মনের অবস্থা, সবিশেষ বলিতে আমি অক্ষম।—ওঃ! কি ভীষণ ও গম্ভীর জলকল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল! তারপর কি ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য আমি চক্ষে দেখিলাম! যেন সেই ভীষণ সমুদ্র সহস্র সহস্র জাহাজ গ্রাস করিয়াছে;—তন্মধ্যস্থ অগণিত নরনারী যেন জীবন হারাইয়াছে;—এবং ভীষণ সমুদ্র-মৎস্যকুল যেন সেই সকল হতভাগ্য ব্যক্তির সর্ব্বশরীর গ্রাস করিতেছে! তার পর যেন আমি সেই সমুদ্রে ডুবিলাম। তলদেশে গিয়া দেখিলাম,—কত স্বর্ণ,—কত মণিমুক্তা,—কত মহামূল্য প্রবাল প্রস্তরাদি বিরাজ করিতেছে! সেই সকল মণি-মুক্তাদি,—কতক বা নর-মস্তিষ্ক-খুলিতে সজ্জিত;—কতক বা মৃত নর-চক্ষুতে ভূষিত! কত অস্থি-কঙ্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত।—অহো! সে দৃশ্য কি ভীষণ!—মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়!"

ব্রাকেন্‌বারি কহিলেন, "আচ্ছা, মৃত্যুকালে আপনি কিরূপে সমুদ্রমধ্যে এই সব আশ্চর্য্যদৃশ্য দেখিবার অবসর পাইলেন ?"

ক্লারেন্স। যে সময় আমার আত্মা আমার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম করিল,—সে সময় একটা ঘূর্ণী বাতাসে আমি সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেলাম।—আশ্চর্য্য,—জ্ঞান হারাইয়াও আমি যেন এই সকল দেখিতে লাগিলাম!

ব্রাকেন্‌বারি। এত কষ্টেও আপনি জাগরিত হন নাই ?

ক্লারেন্স। না,—জীবন্ বহির্গত হইলেও যেন আমি এই সব অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমার আত্মার উপর দিয়া যেন একটা দুঃখময় স্রোত বহিয়া গেল,—আর সেই স্রোতে ভাসিয়া আমি এই সব দেখিতে লাগিলাম। স্বপ্নের এই অচিন্ত্যনীয় ব্যাখ্যা,—কবি ও দার্শনিকগণই করিতে পারেন। তার পর যেন আমার শ্বশুর—ওয়ারইউকের প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে আমায় বলিল, "অহো! এই গভীর নরকও তোমার পাপের সমুচিত শাস্তি দিতে পারে না!" তারপর যেন একটি রক্তাক্তদেহ ছায়াময়ী দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিল, "ওহো! ক্লারেন্স আসিতেছে,—সেই মিথ্যাবাদী, হিংস্রক, মহাপাপী আসিতেছে,—যে আমাকে টিউক্‌স্‌বারি ক্ষেত্রে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছিল,—সেই মহাপাপিষ্ঠ আসিতেছে!—যমদূতগণ! উহাকে ধরো, বাঁধো,—তোমাদের যন্ত্রণাগারে লইয়া যাও!" তারপর বিকট আর্ত্তনাদে আমার কর্ণ বধির ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সত্য সত্যই যেন আমি নরকে নিপতিত হইয়াছি।—ওঃ! কি ভীষণ—ভয়াবহ স্বপ্ন!

ব্রাকেন্‌বারি। প্রভু, এই ভীষণ স্বপ্নবাণী শুনিয়া আমি ভীত হইতেছি। আপনিও ভীত হইয়াছেন,—বুঝিতেছি।

ক্লারেন্স। হায় ব্রাকেন্‌বারি! স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সকলই সত্য। সত্যই আমি অনেক পৈশাচিক কার্য্য করিয়াছি। হায়, কাহার জন্য?—এডওয়ার্ডেরই জন্য। এখন সেই এডওয়ার্ডই আমার এ দশা করিলেন!—হা ঈশ্বর! যদিও আমি এখন করুণ প্রার্থনায় তোমার জ্বলন্ত রোষ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব না,—তথাপি আমার নিরীহ স্ত্রী-পুত্রগণকে,—তুমিই রক্ষা করিও।—হে বন্ধু ব্রাকেন্‌বারি!—হে কারারক্ষক! আমার কাছে ব'স,—আমার আত্মা বড় ভারবহ বোধ হ'চ্ছে,—আমি একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করি।

ব্রাকেন্‌বারি তাহাই করিলেন, ক্লারেন্স নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ব্রাকেনবারি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায় দুঃখ! তোমার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি রাত্রিকে দিন এবং দিনকে রাত্রি করো। রাজা বা দীন-দরিদ্র,—তোমার নিকট অভেদ। রাজ-পদবী বা বিজয়-গৌরব,—সে তো বাহিরের শোভা;—ভিতরের যন্ত্রণা তাহাতে দূর হয় না।

রাজাদের নিকট জগৎ অসীম যন্ত্রণাগার। মনের এই অবস্থায়, আমার বোধ হয়, তাহারা এক একবার কাঙালের সহিত আত্মপ্রাণ বিনিময় করিতে ইচ্ছা করে। হায়, মনোরাজ্যে সকলই সমান!"

এই সময় গ্লষ্টর-প্রেরিত সেই দুইজন ঘাতক তথায় উপস্থিত হইল। ব্রাকেন্‌বারিকে দেখিয়া, প্রথম ঘাতক বলিল, "ও, এখানে এ কে?"

ব্রাকেনবারি সহসা সেই মূর্ত্তিদ্বয়কে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? এবং কিরূপেই বা এখানে আসিলে?

প্রথম ঘাতক। ক্লারেন্সের সহিত আমার কিছু কথা আছে;—আমরা পা দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছি।

ব্রাকেন্‌বারি। ইস্, এত সংক্ষিপ্তভাবে মন্তব্য প্রকাশ!

প্রথম ঘাতক। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়!—বিরক্তিকর বেশী কথা কওয়া অপেক্ষা, শ্রুতিমধুকর কম কথা কওয়াই ভালো। এখন এই আদেশপত্র পাঠ করুন,—অধিক কথার প্রয়োজন নাই।

ব্রাকেন্‌বারি সেই আদেশপত্র পাঠ করিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে এই দুই ব্যক্তির হস্তে এখন ক্লারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। কারণ—কি, তিনি জানিতে চাহিলেন না। রাজার হুকুম; সুতরাং তাঁহার আর সে কথা জানিয়াই বা লাভ কি?

ব্রাকেন্‌বারি সেই দুই জন নবাগত ব্যক্তির হস্তে কারাবাসীর ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এখন ঘাতকদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

দ্বিতীয় ঘাতক। কি, আমরা এই নিদ্রিত ব্যক্তিকেই হত্যা করিব?

প্রথম ঘাতক। না, তাহা হইলে সে জাগরিত হইয়া বলিবে, আমরা কাপুরুষের ন্যায় তাহাকে হত্যা করিয়াছি।

দ্বিতীয় ঘাতক। কি রকম,—জাগরিত হ'বে কি রকম? কি নির্ব্বোধ ভাই তুই! ওরে,—সেই শেষদিনের বিচারের পূর্ব্বে সে আর জাগরিত হইতেছে না!

প্রথম। তা হ'লেও সে তখন বলিবে, আমরা নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিয়াছি।—বিচারের দিন তো সকলে সকল কথা বলে!

দ্বিতীয়। দেখ, বিচারের দিন—এই কথাটা, হঠাৎ আমার মনের ভিতর কেমন-কেমন ঠেকিল!

প্রথম। কি, তুমি ভীত হইলে নাকি?

দ্বিতীয়। না, তাকে মারিতে ভীত হই নাই,—কারণ আমরা আদেশ পাইয়াছি। কিন্তু সেই বিচারের দিনে আমরা কি বলিয়া জবাবদিহি করিব, তাই ভাবিতেছি।

প্রথম। তুমি তবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছ?

দ্বিতীয়। হাঁ, সে বেঁচে থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা।

প্রথম। আমি ফি গিয়ে গ্লষ্টরের কাছে একথা বল্‌ব।

দ্বিতীয়। না না, কি জানো ভাই, আমার একটু ভাবোদ্রেক হ'য়েচে, তাই এম্‌নি একটা বল্‌ছিলেম। যাহোক্‌, এ ভাব তবে এই ঘুচে গেল ব'লে!—তুমি মনে মনে এক দুই ক'রে কুড়ি পর্য্যন্ত গোনো দেখি,—আমার এ উচ্চ-ভাব এখনি চ'লে যাচ্চে!

প্রথম। আচ্ছা, তোমার মনের ভাব এখন ঠিক কি রকম হ'চ্ছে, বলো দেখি?

দ্বিতীয়। সত্যি বল্‌চি ভাই,—একটুখানি বিবেক আসিয়া আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারচে।

প্রথম। কিন্তু মনে রেখো,—এই কার্য্য অন্তে আমাদের সেই পুরস্কারের কথা!

দ্বিতীয় ঘাতক অমনি উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বরের দোহাই,—সত্যি বল্‌চি ভাই, তাকে মার্‌বো।— আমি বখসিসের কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম।

প্রথম। (হাসিয়া) এখন তোমার বিবেকটা কোথায়?

দ্বিতীয়। (হাসিয়া) গ্লষ্টরের সেই টাকার থলিতে!

প্রথম। তাই বল্‌চি, ওসব ভ্রূকুটী-ভঙ্গি আর কেন ভাই,—কাজ শেষ করো। এর পর গ্লষ্টর মহাশয় যখন তাঁর সেই থ'লে খুলে বখসিস বার করবেন, তখন তোমার বিবেক একেবারে উধাও হ'য়ে পালাবে!

দ্বিতীয়। (হাসিয়া) হাঁ, সে কথা এক-শ বার!—কিন্তু ভাই, এটাও ঠিক জেনো,—এমন কম লোক আছে,—কিংবা একজনও নাই,—যার এমন কাজে মনের ভিতর একবার না কেমন-কেমন করে!

প্রথম। কি, তোমার আবার সেই 'ভাব' আসিল নাকি?

দ্বিতীয়। না, না, এ ভাবকে আমি আর আস্‌তে দিচ্চি না। ঠিক ব'লেছ ভাই,—এই ভাবটা বড় বিষম জিনিস! ইহা মানুষকে একেবারে কাপুরুষ করিয়া ফেলে। তুমি চুরি করিতে যাও,—এ তোমাকে বাধা দিবে।—তুমি দিব্বি গাল্‌তে যাও, এ তোমাকে বারণ কর্‌বে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর কোন নবীনা রমণীর সহিত প্রেম-সম্ভাষণ কর্‌তে যাও,—এ নানারকমে তোমার বাদ সাধ্‌বে। সত্য ব'লেচ ভাই, এমন বেয়াড়া জিনিস আর দু'টি নাই। মানুষের বুকের ভিতর একটা তুমুল গোলযোগ বাধানোই,—এর কাজ। দেখ, বিবেক নামে এই মহাপ্রভুর জন্যেই, দৈবযোগে একবার আমি একটুক্‌রো সোণা পেয়েও নিতে পারিনি।—যে এঁকে আশ্রয় দেয়, সে পথের কাঙাল হয়। এইজন্য নগরে এবং সহরে ইহাঁর আদৌ স্থান নাই। আর দেখ, যারা এঁকে নিজের ত্রি-সীমানায় ঘেঁসিতে না দিয়া, খেয়ালমত, যা ইচ্ছা তাই করে,—তারা কেমন সুখে দিন কাটায় এবং তাদের কেমন ধাঁ ক'রে উন্নতি হয়!—ঠিক ব'লেছ ভাই, এই বিবেকই যত নষ্টের 'কু'।

প্রথম। আ চলো,—এই যে আবার তোমার রোগে আমায় ধর্‌লো দেখচি!—আমারও যে মনটা হঠাৎ কেমন-কেমন করিয়া উঠিল,—বুঝি বা আমার দ্বারা এই ব্যক্তির হত্যাসাধন কঠিন হয় ভাই!

দ্বিতীয়। বলো কি? দেখ, ঐ কর্ম্মনাশা বিবেকটাকে তোমার মনের মধ্যে কিছুতে আস্‌তে দিও না,—ও বড় অঘটন ঘটায়!—হাঁ, দেখ্‌চি বটে, ও তোমার ঘাড়েও চেপেছে,—তোমাকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলাচ্চে!

প্রথম। (হাসিয়া) তা হোক্‌, আমি বড়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ;—ও, আমায় কিছু কর্‌তে পারবে না।

দ্বিতীয়। ইস্‌, তুমি যে দেখ্‌চি বড় বড় লোকের মত বড় বড় কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে!—এস, এখন কাজে ভেজি।

প্রথম। তবে, তুমি তোমার ছোরাখানা বেশ বাগিয়ে ধরো।—ঠিক মেরো। তারপর লাসটা ঐ পাশের কুঠ্‌রীতে ফেলে রেখো।

দ্বিতীয়। বেশ ব'লেচ ভাই!

প্রথম। রও,—সে জেগেছে।

দ্বিতীয়। তবে মারি!

প্রথম। না, ভালো ক'রে কারণ জানিয়ে তাকে মারা ভালো।

সহসা ক্লারেন্স চমকিতভাবে জাগরিত হইলেন। পিপাসিত হইয়া কারা-রক্ষকের উদ্দেশে কহিলেন, "বন্ধু ব্রাকেনবারি! আমাকে এক পিয়ালা মদ দাও।"

দ্বিতীয় ঘাতক উত্তর করিল, "মহাশয়, এক্ষণে প্রচুর মদ্য পান করিতে পাইবেন।"

ঘাতকদ্বয়ের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, ক্লারেন্স ভীত ও চমকিত হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে তোমরা?"

দ্বিতীয়। আপনার ন্যায় মানুষ।

ক্লারেন্স। কিন্তু আমার মত রাজবংশীয় নহ!

দ্বিতীয়। এবং আপনিও আমাদের মত রাজভক্ত নহেন!

ক্লারেন্স। দেখ, তোমার কণ্ঠস্বর বজ্রতুল্য কঠোর; কিন্তু তোমার দৃষ্টি করুণাপূর্ণ।

দ্বিতীয়। হাঁ, আমার কণ্ঠস্বর এখন রাজার,—আর দৃ[illegible] আমার নিজের।

ক্লারেন্স। কি কঠোরভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত তুমি কথা কহিতেছ! কিন্তু তবু তোমার দৃষ্টি মমতাময়।—কেন আমার প্রতি এরূপ কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছ?—কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে? কি জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ?

অর্দ্ধস্ফুটস্বরে তখন সেই ঘাতকদ্বয়ের মুখ হইতে বাহির হইল,—'হত্যা।'

ক্লারেন্স সবিস্ময়ে—চমকিতভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা আমাকে হত্যা করিবে?"

এবারও ঘাতক দুইজন জড়িতস্বরে,—'আ আ' করিতে করিতে,—মনের ভাব প্রকাশ করিল।

ক্লারেন্স বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমরা মুখে এ কথা উচ্চারণ করিতেও ভয় পাইতেছ;—সুতরাং বুঝিতেছি, তোমরা অন্তরের সহিত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই। হায়, এ সময় আমার বন্ধুগণ কোথায়?—আমি কি তোমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছি?

প্রথম ঘাতক। না, আপনি আমাদের কিছুই করেন নাই,—তবে রাজার করিয়াছেন।

ক্লারেন্স। রাজার সহিত কি আমি পুনর্ম্মিলিত হইতে পারিব না?

দ্বিতীয় ঘাতক। না মহাশয়!—অতএব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন্।

ক্লারেন্স। হায়! তোমরা কি নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে, জগতে আহূত হইয়াছ? হায়, কি অপরাধ আমার? আমি যে, অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি কোন নিদর্শন আছে? হায়, এমন কি আইনসঙ্গত বিচার হইল,—যাহাতে আমার প্রাণদণ্ড হইবে! ওহো, আমার প্রতি এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা,—যার-পর-নাই অবিচারময়! দেখ, দয়াময় খৃষ্ট আমাদের পরিত্রাণ জন্য, আপন জীবন দিয়াছিলেন,—আর তোমরা এই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ?——দোহাই তোমাদের,—ভাই! একটু বিবেচনা করো।

প্রথম। আমরা কি কর্‌বো বলুন,—আমরা হুকুমের দাস।

দ্বিতীয়। আবার সে হুকুম যে সে ব্যক্তির নয়,—স্বয়ং রাজার।

ক্লারেন্স এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কিন্তু ভাই, সেই রাজার রাজা যখন আমাদের বিচার করিবেন, তখন কি বলিবে, বলো দেখি! দেখ, তাঁর রাজ্যে এ বিধান নাই,—কারণ তিনি দয়াময়। সেই দয়াময়ের বিধান যে লঙ্ঘন করে, তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়।—একটু বিবেচনা করো ভাই!"

দ্বিতীয়। যাহা বলিলেন, ইহা আপনার নিজের সম্বন্ধেও বলিতে পারেন।—একবার সেই লাঙ্কাষ্টারের যুদ্ধের বিবরণটা মনে করুন দেখি!

প্রথম। সঙ্গে সঙ্গে সেই হত্যা,—মিথ্যা,—চাতুরী প্রভৃতি মনে করিয়া, ঈশ্বরের বিধানটা মনে করিবেন!

বিষাক্ত শল্যের ন্যায় কথাগুলা ক্লারেন্সের বুকে বাজিল। তিনি সদুঃখে বলিলেন, "ভাই ঘাতক! যাহা বলিলে, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।—কিন্তু কাহার জন্য আমি সে পাপ করিয়াছি?——এডওয়ার্ডের জন্য,—রাজার জন্য,—আমার ভায়ের জন্য! আর এখন কিনা সেই এডওয়ার্ড,—আমার সেই মার্‌গেটের ভাই,—আমারই প্রাণবধের জন্য, তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন! যুদ্ধে আমি যাহা করিয়াছি, এডওয়ার্ডও তাহা করিয়াছেন। সে বিচার আমারও যেমন হইবে, তাঁরও তেমনি হইবে।—এখানে সে কথা কেন?"

প্রথম। সেই যে শ্রীমান্, গুণবান্, সাহসী প্লান্‌টাজেনেটের হত্যা,—কে সে পিশাচের কাজ করিয়াছিল,—মহাশয়?

ক্লারেন্স। বলিয়াছি তো, তাহা প্রধানতঃ ভ্রাতৃস্নেহের জন্য এবং নিজের ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার জন্যও বটে,—আমিই তাহা করিয়াছিলাম।

প্রথম। তবে আপনিও এখন সহজে মনে করিতে পারেন যে, আপনার সেই ভ্রাতৃস্নেহই,—আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম,—এবং আপনার সেই ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ দিবার জন্যই আমরা আপনাকে হত্যা করিব!

ক্লারেন্স এবার অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "যদি সত্য সত্যই তোমরা আমার ভাইকে ভালবাসিয়া থাকো,—তবে আমাকে ঘৃণা করিও না। কারণ আমি তাঁহারই ভাই,—তাঁহাকে বড়—বড় ভালবাসি! যদি তোমরা কেবলমাত্র অর্থের জন্য এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকো,—তবে ফিরিয়া যাও,—আমার স্নেহময় ভাই গ্লষ্টরের কাছে যাও,—আমার এই বিপদের কথা তাঁহাকে বলিও,—আমার জীবনের বিনিময়ে, তিনি তোমাদিগকে প্রচুর অর্থ দিবেন।"

ঘাতকদ্বয় ঈষৎ হাসিল। দ্বিতীয় ঘাতক বলিল, "হায় হতভাগ্য ক্লারেন্স! তুমি ভুল বুঝিয়াছ,—গ্লষ্টরই তোমায় ঘৃণা করেন।"

দৃঢ়তার সহিত ক্লারেন্স উত্তর দিলেন, "না না, তোমরা জানো না,—তিনি আমাকে প্রাণের সমান ভালবাসেন!—যাও, তাঁহার নিকট যাও,—তোমরা যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

ঘাতকদ্বয় অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কহিল, "হাঁ, আমরা এই গেলুম ব'লে।"

ক্লারেন্স উদ্বেলিত-হৃদয়ে আবার বলিলেন, "তাঁহাকে বলিও, যেদিন আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের তিন ভাইকে ডাকিয়া, তাঁহার স্নেহময় জয়যুক্ত হস্ত আমাদের অঙ্গে বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'বৎসগণ! তোমরা চিরদিন পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিও',—সেইদিনের কথা যেন তিনি স্মরণ করেন।—আমি আশা করি, আমাদের বাল্যের সেই মধুর সদ্ভাব স্মরণ করিয়া, স্নেহময় গ্লষ্টর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিবেন না।"

প্রথম। সে বড় কঠিন ঠাঁই,—প্রস্তরতুল্য কঠোর তিনি।—হা মন্দভাগ্য! তিনিই আমাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন!

ক্লারেন্স। না না, এমন কথা বলিও না,—তিনি দয়ালু।

প্রথম। ঠিক,—শস্যক্ষেত্রে যেমন বরফপাত! এস, আর অধিক কথার সময় নাই।—তুমি প্রতারিত হইয়াছ,—তিনিই আমাদিগকে তোমার বিনাশার্থ পাঠাইয়াছেন।

ক্লারেন্স। না, তা হইতেই পারে না,—তিনি আমার এই কারাদণ্ডেই অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার সেই স্নেহময় বক্ষে ধরিয়া, সান্ত্বনা করিয়া, শপথ পূর্ব্বক তিনি বলিয়াছেন, আমার কারামুক্তির জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন!

দ্বিতীয়। হাঁ,—তা তিনি তোমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দিবেন বটে;—তবে শোকতাপপূর্ণ এ পৃথিবীতে রাখিবেন না,—সেই শান্তিময় স্বর্গলোকে পাঠাইবেন!

প্রথম। তবে মহাশয়, ঈশ্বরকে স্মরণ করুন,—আপনাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে।

ক্লারেন্স। তবে, ভাই! তোমাদের অন্তরেও তো সেই প্রেমময়ের মধুর নাম লুক্কায়িত রহিয়াছে! তোমরাও তো শেষ-শান্তি-প্রার্থনায়, আমাকে অবসর দিতেছ! তথাপি কেন ভাই, তোমাদের আত্মা এত অন্ধ? কেন তবে তোমরা আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? (ক্রন্দন)

দ্বিতীয়। বলিয়াছি তো, আমাদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

ক্লারেন্স। ক্ষমতা নাই?—বিলক্ষণ আছে! তোমরা মনে করিলে, আমার প্রাণ রক্ষা হয়! দেখ, রাজপুত্র আমি,—পিঞ্জরাবদ্ধ,—স্বাধীনতায় বঞ্চিত,—অতি মন্দভাগ্য;—আজ তোমাদের নিকট জীবনভিক্ষা করিতেছি;—আমার এই অবস্থাটা একবার স্মরণ করো! হায়, তোমরা যদি এই অবস্থায় পড়িতে,—যদি সহসা দুই জন ঘাতক আসিয়া তোমাদের প্রাণ লইতে উদ্যত হইত,—আর তোমরা কাতরস্বরে জীবনভিক্ষা করিতে থাকিতে, তাহা হইলে কি হইত, একবার ভাবো! দোহাই তোমাদের,—আমার প্রতি সদয় হও!

প্রথম। সদয়?—কোমল অন্তর?—ও দুর্ব্বলহৃদয় স্ত্রীলোকেরই ভূষণ!

ক্লারেন্স। না, না, এ স্ত্রীলোকের ভূষণ নয়,—কাপুরুষের ভূষণ নয়,—অসভ্যের ভূষণ নয়,—ইহাই মনুষ্যত্ব,—ইহাই ধর্ম্ম! (কাঁদিতে কাঁদিতে)—ভাই, বন্ধু! এই যে তোমার করুণার্দ্র নয়ন দেখিতে পাইতেছি! এস ভাই,

আমার পার্শ্বে এস,—আমার নিকট প্রার্থনা করো!—মনে করো, আজ আমিই তোমার প্রাণ লইতে আসিয়াছি,—আর তুমি আমার শরণাগত হইয়া প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছ!—হায়! পথের ভিখারীকে দেখিলেও, মনে যে ভাবের উদয় হয়,—প্রাণভিক্ষাপ্রার্থী রাজা কি তাহা হইতেও বঞ্চিত?

দ্বিতীয়। প্রভু, পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করুন।

কথা কার্য্যে পরিণত হইল। প্রথম ঘাতক আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, হতভাগ্য ক্লারেন্সের প্রাণসংহার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সেই মৃত-দেহ সরাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় ঘাতক বলিল, "ওঃ, কি ভীষণ দৃশ্য! কি ভয়াবহ পৈশাচিক কার্য্য!"

প্রথম ঘাতক রক্তাক্ত হস্তে পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয়ের সেই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া কহিল,

"কি, ভাবো কি? ব্যাপারখানা কি? জানো, তুমি আমায় এই কাজে কোন সাহায্য করো নাই? আমি গ্লষ্টরকে গিয়ে এ কথা বল্‌বো। বল্‌বো যে, তুমি কাজে অবহেলা করিয়াছ।"

দ্বিতীয়। ভালো, তাই ব'লো। আমি জানি যে, আমি তাঁর ভায়ের জীবনরক্ষার জন্যে চেষ্টা ক'রেছিলুম। তুমিই সে পুরস্কার লইও, এবং আমার এই কথা বলিও। বলিও যে, ক্লারেন্সের এই নিষ্ঠুর হত্যাতে আমি অনুতপ্ত হইয়াছি।—তাহা হইলেই ভাই, আমার পুরস্কার পাওয়া হইল!

মহাপাপ গ্লষ্টর, এইরূপে তাহার জীবনের এই ভীষণ প্রথম অভিসন্ধি পূর্ণ করিল।—মহাপাপীর জীবন-নাটকের এক অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

---

(৫)

রাজা এডওয়ার্ড অন্তিম-শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে রাণী এলিজাবেথ্ এবং তাঁহার সহিত ডরসেট, রিভার্স, হেষ্টিংস্, বাকিংহাম, গ্রে প্রভৃতি সভাসদগণ বিমর্ষভাবে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর কেন,—দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন সেই লোকের শান্তি-কামনা করি।

তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি স্থাপিত করো। বিদ্বেষ ও বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া যাও। মনের একতাস্থাপনে সুখী হও। আমার অন্তরের শেষ-ভালবাসা গ্রহণ করো।"

সভাসদগণ একবাক্যে রাজার শেষ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রীতির আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রাজা, রাণীকেও এইরূপ উপদেশ দিলেন। সকলের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে এবং সদ্ভাব সংস্থাপিত করিতে বলিলেন। রাণীও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামিবাক্য পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রধান সভাসদ বাকিংহাম বলিলেন, "মহারাজ! আপনার এই ন্যায়সঙ্গত এবং ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ,—আমরা অবশ্যই পালন করিব। যদি এই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে আমি বিরত হই, তাহা হইলে ঈশ্বর যেন আমাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেন।"

অন্যান্য সভাসদগণও এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

রাজা বলিলেন, "হায়, এই শুভমুহূর্ত্তে আমার স্নেহময় ভ্রাতা গ্লষ্টর এখানে উপস্থিত থাকিলে ভালো হইত।"

বাকিংহাম অদূরে গ্লষ্টরকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার শুভইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে না;—ঐ দেখুন, নাম করিতে-করিতেই মহামতি গ্লষ্টর এখানে আসিতেছেন।"

গ্লষ্টর সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া,—রাজা, রাণী ও সভাসদগণকে অভিবাদন করিল।

রাজা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আজ বড় শুভদিন। আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমার এই অন্তিমকালে, আমার আত্মীয়, অনুচর ও বন্ধুগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল। এখন হইতে ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা আর রহিল না,—সকলেই সকলকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সুখী হইলেন। আমার আশা আছে, এই শান্তি ও সখ্যতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

কপট গ্লষ্টর অতিমাত্র সৌজন্যের ভাণ করিয়া বলিল,

"মহারাজ! আমারও বড় সৌভাগ্য যে, পৃথিবীতে আমার একজনও শত্রু নাই। আমি সকলের সহিত সরল ব্যবহার করি। এবং সদ্ব্যবহার ও

মিষ্টকথায় সকলকে তুষ্ট করি। আমার অন্তরে বাহিরে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই আমার মিত্র,—সকলকেই আমি স্নেহের চক্ষে দেখি। হিংসা, দ্বেষ, কপটতাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকি। পাপে আমার বড়ই বিদ্বেষ। নিষ্ঠুরতাকে আমি জীবনের একটা অভিশাপ মনে করি। পরের ভালো দেখিলে, আমার মনে বড় আনন্দ হয়। শান্তি আমার জীবনের প্রিয়-বস্তু। আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি। মহারাণীকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। সভাসদগণ সকলেই আমার সুহৃৎ। বলিতে কি,—সমগ্র ইংরেজ জাতিকে আমি আপনার-জন বলিয়া মনে করি। অধিক কি, মহারাজ! যে শিশু আজ রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তার প্রতি যেমন আমার শত্রুতা থাকা অসম্ভব, এই পৃথিবীর জন-প্রাণীর সহিতও আমার তেমনি এত-টুকুও শত্রুতা নাই।——আমার এই শান্ত প্রকৃতির জন্য, আমি ঈশ্বরকে শত-মুখে ধন্যবাদ দেই।”

এবার রাণী বলিলেন, “আহা, আজ কি আনন্দের দিন!—আমাদের সক-লের হৃদয় আজ এক হইল! যেন ঈশ্বরের বিমল আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতি বর্ষিত হইল!”

তার পর বলিলেন, “মহারাজ! আমার বিনীত প্রার্থনা, আজিকার দিন স্মরণ করিয়া, আপনি আপনার সেই দুর্ভাগ্য ভ্রাতা ক্লারেন্সের প্রতি প্রসন্ন হউন।”

পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর এবার দুঃখের ভাণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,

“হায় মহারাণি! কতবার আমি এই শুভকার্য্যের জন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি!—কতবার আমি আপনাকে,—মহারাজকে,—এবং মাননীয় সভাসদগণকে ইহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি!—কিন্তু হায়, আমার সে প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই!——ওহো! কে না জানে, সেই সদাশয় ডিউক সকলকে কাঁদাইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন!”

সহসা এই নিদারুণ দুঃসংবাদে সকলে চমকিত হইলেন। সবিস্ময়ে কহি-লেন, “কি, ডিউক ক্লারেন্স আর ইহলোকে নাই?”

রাণী। হায় ঈশ্বর! এ পৃথিবী কি?

ডরসেট। এ কি! সহসা সকলের মুখ যে মলিন—পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

গ্লষ্টর। মহারাজ! বিস্মিত হইবেন না,—আপনার প্রথম আদেশেই, দুর্ভাগ্য ক্লারেন্সের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। দ্বিতীয় আদেশ পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, ভ্রাতার আমার জীবন শেষ হইয়াছে!—হায় মহারাজ! ক্লারেন্সেরই অদৃষ্ট-দোষে, আপনার প্রথম আজ্ঞাবাহী,—স্বর্গীয় দূতের ন্যায় অতি দ্রুতগমনে, ক্লারেন্সের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিল;—আর সেই হতভাগ্য দ্বিতীয় আজ্ঞাবাহী, খঞ্জের ন্যায়, অতি মৃদুগমনে তথায় উপস্থিত হইল।—কিন্তু হায়! তৎপূর্ব্বেই রাজাদেশ প্রতিপালিত হইয়া গিয়াছে! মহারাজ! বলিব কি, রাজ্যের ছোট-বড় সকলেই,—এ দুঃসংবাদে মর্ম্মাহত;—এমন কি, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা, অনেকে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছে না!——হায়, নিরীহ ক্লারেন্স!

এই সময়ে ষ্টান্‌লি নামে রাজার এক সভাসদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ষ্টান্‌লি নতজানু হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! অধীনের একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হয়।"

রাজা। মিনতি করি, এখন ক্ষান্ত হও,—আমার হৃদয় এখন গভীর দুঃখে পূর্ণ।

ষ্টান্‌লি। না মহারাজ, যে পর্য্যন্ত না আপনি অভয় দিতেছেন, সে অবধি আমি উঠিব না।

রাজা। তবে শীঘ্র এক কথায় বলো,—তোমার প্রার্থনা কি?

ষ্টান্‌লি। মহারাজ! আমার এক হতভাগ্য ভৃত্য,—জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে,—হঠাৎ ক্রোধবশে হত্যা করিয়াছে,—তাহার জীবন-ভিক্ষা দিতে হইবে।

উদ্বেলিত হৃদয়ে এডওয়ার্ড বলিলেন,

"ওহো, যে মুখে আমি আমার স্নেহময় ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছি,—আজ সেই মুখে আমি সামান্য একটা ক্রীতদাসের প্রাণভিক্ষা দিব? হায়! ভাই আমার কোন লোককে হত্যা করে নাই, তথাপি তাহার প্রাণদণ্ড হইল,—কৈ, সে সময় তো কেহ তাহার জন্য জীবনভিক্ষা করো নাই? কৈ, সে সময় তো কেহ এরূপ নতজানু হইয়া, আমার নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতে প্রার্থনা করো নাই? কে আমাকে ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃ-প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া দিয়াছিলে? বলো দেখি,—সে সময় কে তোমরা আমার সেই মুখে

সুখী—দুঃখে দুঃখী,—একান্ত অনুগত,—স্নেহপরায়ণ ভায়ের গুণাবলী বর্ণন করিয়া,—আমার ক্রোধ শান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলে? হায়! যে ভাই আমারই জন্য সেই ভীষণ টিউকস্‌বারির যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আমার জীবনরক্ষা করিল,—স্নেহমাখাকণ্ঠে বলিল, 'দাদা, ভয় নাই, উঠুন,—রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন',—তোমরা কে আমায় ভ্রাতার সেই স্নেহময় ব্যবহার স্মরণ করিয়া দিয়া,—আমার হৃদয়ে দয়া, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা উদ্রিক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলে?—অহো! সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে—ভয়ঙ্কর শীতে, যখন আমার সর্ব্বশরীর শীতল হইয়া পড়িয়াছিল,—স্নেহময় ক্লারেন্স সে সময় আপন গাত্রবস্ত্র সকল উন্মোচন করিয়া আমার দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন;—কৈ, এ সকল কথা তো তোমরা একজনও বারেকের জন্য আমায় শুনাও নাই?—বারেকের জন্যও তো কেহ আমায়,—এই অতি-নিষ্ঠুর অধর্ম্মমূলক কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা পাও নাই? কেহই তো একবারও আন্তরিক—অকপটভাবে ক্লারেন্সের জীবনভিক্ষা করো নাই?—বরং যাহাতে আমি সেই কার্য্যে অধিকতর উত্তেজিত ও দৃঢ় হই,—সকলেই বিধিমতে সেই চেষ্টাই করিয়াছ!—আর আজ কিনা, তোমাদের কে একজন গাড়োয়ান বা মুটে-মজুর-কুলি অথবা অশিষ্ট ভৃত্য,—মাতাল হইয়া আর একজন নিরীহ ভদ্রলোককে হত্যা করিল,—ভগবানের রাজ্যে অশান্তি আনয়ন করিল,—অমনি তোমরা বলিতে আরম্ভ করিলে,—'ক্ষমা করুন,—ক্ষমা করুন!'—হা ঈশ্বর! তোমার নিরপেক্ষ বিচারের কথা স্মরণ করিয়া আমি ভীত হই।——হেষ্টিংস, তুমি আমাকে কোন রকমে আমার শয়নকক্ষে লইয়া চলো।—ওহো ক্লারেন্স,—প্রাণের ভাই আমার!"

তখন শোকসন্তপ্ত রাজাকে লইয়া, আত্মীয় ও সভাসদগণ চলিয়া গেলেন। কেবল পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর ও বাকিংহাম তথায় রহিল।

বাকিংহামকে লক্ষ্য করিয়া গ্লষ্টর বলিল, "অপরিণামদর্শীর পরিণাম এই-রূপই হইয়া থাকে! দেখিলেন না, ক্লারেন্সের মৃত্যুসংবাদে রাজার সহিত তাঁহার শ্যালকাদি কুটুম্বগণের মুখ কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল? পাপ কার্য্যের পরিণামই এই।——মহাশয়, জানিবেন, তথাপি রাজার এই দুষ্ট-বুদ্ধি কুটুম্বগণ,—রাজার এই হঠকারিতার প্রশংসা করিবে! ভগবান,—তুমিই ইহার প্রতি-